সরণী কিশোর সিরিজ-১

আমাদের প্রিয় নবী

হোমায়রা বানু

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের প্রিয় নবী

صلى الله عليه و سلم

হোমায়রা বানু

কিশোরপাঠ্য মহানবীর জীবনী

সরণী প্রকাশনী

www.pathagar.com

আমাদের প্রিয় নবী

হোমায়রা বানু

প্রকাশক
মোঃ এনামুল হক
সরণী প্রকাশনী
২৫, গ্রীন কর্ণার, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৮৬২০৯৪৪।
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৫

পরিবেশক
চৌধুরী পাবলিশার্স
৩৮, প্যারিদাস রোড, (বাংলা বাজার), ঢাকা-১১০০।

প্রাপ্তিস্থান:
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৬৭০৬৮৬।
জিনাত বুক সাপ্লাই লিঃ
১৯০, ঢাকা নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৮৬১৭০০৫।

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
কামরুল আমিন

মুদ্রণ
মিনারা প্রিন্টার্স
২৫৭/৭ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

মূল্য: ৮০ টাকা মাত্র

Amader Priya Nabi by: Written by Homaira Banu. Published by: Shoronee Prokashoni, 25, Green Corner, Green Road, Dhaka-1205. Price: TK. 80.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাফেলা

মক্কার কুরাঈশরা ব্যবসা করতে যেত ইয়েমেন ও সিরিয়াতে। উটের পিঠে করে তারা সেসব দেশে নিয়ে যেত উটের চামড়া, খেজুর, কিসমিস। আর ফেরার পথে নিয়ে আসত ডোরাদার চাদর, সুগন্ধি তেল, আতর—যা তারা বিক্রি করত হজ্জ করতে আসা বিদেশী মানুষের কাছে। বছরের অন্যান্য সময়ে মক্কায় মেলা বসত। সারা আরব থেকে লোকেরা আসত, বেচাকেনার সাথে সাথে খেলাধূলা, তীরছোঁড়া, ঘোড়দৌড় হতো, আর বসত কবিতা ও গানের আসর। মেলা ভেঙে লোকেরা যখন ঘরে ফিরে যেত, কবিদের কবিতাগুলো মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত মরুর আনাচে-কানাচে। রুক্ষ প্রকৃতি, কঠোর চরিত্রের মরুবাসী এই বেদুইনদের মুখের ভাষা ছিল সুন্দর, আর তারা সুন্দর ভাষার কদরও করত।

মক্কা শহরটি ছিল ঘিঞ্জি, লোকজনে পরিপূর্ণ। এর আবহাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য তেমন ভাল ছিল না। মক্কার ব্যবসায়ীদের কথাবার্তাও তেমন শুদ্ধ ও সুন্দর ছিল না। তাই তারা ছোট শিশুদের পাঠিয়ে দিত শহর থেকে দূরে মরুভূমিতে বেদুইনদের কাছে। খোলা আকাশের নীচে বিশাল বালুময় প্রান্তরে স্বাস্থ্যবান ও সতেজ হয়ে বেড়ে উঠত শিশুরা, বিশুদ্ধ ও সুন্দর আরবীতে কথা বলতেও শিখত তারা।

www.pathagar.com

মরুভূমির বুকে ছোট ছোট শ্যামল মরুদ্যানে যাযাবর এই বেদুইনরা বাস করত। তারা বেশীর ভাগই উট, ভেড়া চরাত। দিনে প্রচণ্ড গরম, আর রাত্রে ঠাণ্ডা, খোলা আকাশের নীচে তাঁবুতে তাদের ঘর-গেরস্থালী — সব মিলিয়ে তাদের জীবন ছিল কঠোর। কিন্তু তারা ছিল সাহসী, অতিথিপরায়ণ। মরুর কঠোর পরিবেশে কেউ একা বাঁচতে পারে না, একথা তারা জানত। তাই তারা তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে মিলে মিশে থাকত, একে অন্যকে আশ্রয় দিত। আবার প্রয়োজনে অন্যের সাথে যুদ্ধ করে পশু ও ধন-সম্পদ কেড়ে নিত। সামান্য কারণেই তাদের অন্যদের সাথে যুদ্ধ বেধে যেত। নিজেদের বংশ নিয়ে, বীরত্ব নিয়ে তারা গর্ব করত, কবিতায় তা প্রকাশ করত, বংশপরম্পরায় তা মুখস্থ রাখত।

মরুদ্যান

মুহাম্মাদও(সঃ) এমন একটি বেদুইন পরিবারে স্বাস্থ্যবান সুভাষী এক শিশু হিসেবে বেড়ে ওঠেন। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবা মারা যান। সে বছরটি মরুভূমিতে ঘোর অজন্মার বছর ছিল, বৃষ্টি ছিল না একফোঁটাও। সাদ বিন বকর গোত্রের মহিলারা স্বামী-পুত্রসহ মক্কায়

www.pathagar.com

এসেছিলো শিশুর খোঁজে, দুধ-মা হিসাবে লালন-পালন করার জন্য, তাদের একজন ছিলেন বিবি হালিমা।

হালিমা ও তাঁর পরিবার তাঁদের দুর্বল গাধাটিতে চড়ে মক্কা পৌঁছালেন সবার শেষে। তাঁদের উটটি দুধ দিত না একফোঁটাও, আর হালিমার কোলের বাচ্চাটিও মায়ের বুকে দুধ না পেয়ে কাঁদত দিনরাত। সবাই পছন্দমত শিশু পেয়ে গেলেও হালিমা পেলেন না। আর শিশু মুহাম্মাদকেও(সঃ) কেউ নিতে চাইল না, কারণ মুহাম্মাদ(সঃ) ছিলেন পিতৃহারা, আর পিতৃহীন শিশুকে পালন করে ভাল মজুরী পাওয়া যায় না। খালি হাতে ফিরে যেতে মন চাইল না হালিমার। তিনি মুহাম্মাদকেই(সঃ) নিলেন, আশা করলেন এর মাঝেই হয়তো তাঁদের জন্য বরকত রয়েছে। কাফেলা যখন ফিরে চলল, দেখা গেল তাঁদের দুর্বল গাধাটি চলছে সবার আগে, উটটি প্রচুর দুধ দিচ্ছে আর মুহাম্মাদ(সঃ) ও তাঁর দুধ ভাই দুধ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। হালিমা বুঝতে পারলেন যে সত্যিই এক বরকতময় শিশুকে তিনি নিয়ে এসেছেন। ঘরে ফেরার পরও এই কল্যাণ লাভ করতে থাকলেন হালিমার পরিবার। চারিদিকে যখন খরা, তখনও দেখা যেত যে হালিমার ভেড়াগুলো অনেক বেশী দুধ দিচ্ছে, অথচ অন্যদের পশুরা অনাহারে দুধ দিতে পারছে না।

দু'বছর মুহাম্মাদ(সঃ) থাকলেন ওখানে। হালিমা তারপর তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে এলেন, আরো কিছুদিন তাঁকে রাখার অনুমতি নিলেন। সেখানে মুহাম্মাদ(সঃ) তাঁর দুধ ভাইদের সাথে মিলেমিশে দিন কাটাতেন, ভেড়া-বকরী চরাতেন। মরুভূমির উত্তপ্ত দিন ও শীতল রাত্রির ছায়ায় কেটে গেল শৈশবের কয়েকটি বছর। দুধ-মা হালিমার কাছ থেকেই তিনি শিখলেন স্পষ্ট ও সুন্দর আরবী বলা - সারা আরবে হালিমার গোত্রই সবচেয়ে সুন্দর আরবী বলতো।

কিন্তু একদিন একটি ঘটনা ঘটলো। ভেড়া চরানোর সময় সাদা পোশাক পরা দুজন লোক এসে মুহাম্মাদকে(সঃ) মাটিতে শুইয়ে দিল।

www.pathagar.com

তারপর তার বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করে সেখান থেকে একটি কালো বিন্দু ফেলে দিল, আবার সবকিছু ঠিকমত বসিয়ে সেলাই করে দিয়ে চলে গেল। ঘটনাটি শুনে হালিমা ভয় পেয়ে মুহাম্মাদকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিতে এলেন। আমিনা সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, আমার এই ছেলেটি সাধারণ নয়। তার জন্মের সময় আমি স্বপ্নে একটি আলো দেখেছিলাম, যে আলোতে আমি সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। পরবর্তীতে নবী মুহাম্মাদ(সঃ) বলেছেন যে, এই ব্যক্তি ছিলেন ফেরেশতা জিবরাঈল(আঃ), আর তাঁর অন্তর থেকে যে কালো বিন্দুটি সরানো হয়, তা ছিল অন্তরের কুচিন্তা ও খারাপ কাজের বাসনা।

কিছুদিন পর আমিনা মারা গেলেন, মুহাম্মাদ(সঃ) তখন ছয় বছরের বালক। দাদা আবদুল মুত্তালিবের আদরে তিনি বড় হতে লাগলেন। কিন্তু দুবছর পর দাদাও মারা গেলেন। চাচা আবু তালিব মুহাম্মাদের(সঃ) ভার নিলেন। আবু তালিবের পরিবার ছিল বড়। তিনি ব্যবসা করতেন কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। একবার আবু তালিব সিরিয়ায় যাচ্ছেন বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে। মুহাম্মাদের(সঃ) বয়স তখন বারো বছর। তিনি দেখছেন যাত্রার প্রস্তুতি। উটের পিঠে ব্যবসার মাল তোলা হচ্ছে। দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য দরকারী সব জিনিসপত্র, পানি, খাবার নেওয়া হচ্ছে। এভাবে একসময় তৈরী হলো কাফেলা।

যাত্রার সময় মুহাম্মাদ(সঃ) জড়িয়ে ধরলেন আবু তালিবকে, তিনিও যাবেন চাচার সাথে। এতিম ভাতিজার আবদার আবু তালিব ফেলতে পারলেন না, সাথে নিলেন। সিরিয়ার পথ কিশোর মুহাম্মাদের(সঃ) চোখের সামনে নতুন নতুন বিস্ময় আর অভিজ্ঞতা নিয়ে এলো। মরুভূমির পথ ধরে সারিবদ্ধভাবে চলেছে উটের কাফেলা, তাদের গলার ঘণ্টা বেজে চলেছে তালে তালে, কখনো উটের চালকরা গানের সুরে তাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সন্ধ্যায় কোন পানির কূয়ার পাশে যাত্রাবিরতি, উট জবাই করে বা রুটি, খেজুর দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ

www.pathagar.com

করে সবাই তাঁবুর পাশে খোলা আকাশের নীচে বসে মেতে ওঠে গল্পগুজব, কবিতা আবৃত্তিতে। কত নতুন জায়গা, নতুন জনপদ পার হয়ে যাওয়া, প্রাচীন যুগের সামুদ জাতির বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথ—তাদের উত্থান ও পতনের কাহিনী, এসবের পথ ধরে কত চিন্তা ভাবনা, কত বিস্ময় ভেসে আসে মুহাম্মাদের(সঃ) কিশোর মনে।

গীর্জা

অবশেষে একদিন কাফেলা এসে পৌঁছাল বসরায়। সবুজে ঘেরা শহরটি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল মুহাম্মাদের(সঃ)। ঢং ঢং শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলেন চাচার দিকে। চাচা বুঝিয়ে দিলেন কাছের ঐ গীর্জার ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে। গীর্জার কাছেই একটি গাছের ছায়ায় বসলেন মুহাম্মাদ(সঃ)। কাফেলা থেকে মালপত্র নামিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। গীর্জার পাদ্রী বহিরা দেখলেন কিশোরটিকে। নম্র, শান্ত,

www.pathagar.com

অভিজাত চেহারার কিশোরকে দেখে তাঁর মনে পড়লো বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। যেখানে আরবে এক নবীর আগমনের কথা বলা হয়েছে, যিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবেন। এই কিশোরকে দেখে, তার সাথে কথা বলে তাঁর মনে হলো, হয়তো এ ছেলেই সেই নবী। তিনি আবু তালিবকে ডেকে বললেন মুহাম্মাদকে(সঃ) সাবধানে রাখতে।

শব্দার্থ

জিবরাঈল: আল্লাহর সৃষ্টি করা ফেরেশতাদের সর্দার। জিবরাঈল(আঃ) নবীদের কাছে বাণী পৌঁছানোর মত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত।
বসরা: সিরিয়ার একটি নগরী
সামুদ: প্রাচীন একটি জাতি। তারা আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে সতর্ককারী হিসেবে আল্লাহ তাদের মাঝে নবী সালিহকে(আঃ) প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সালিহের সতর্কবাণী উপেক্ষা করল এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকল। এরা এত বেশী আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল যে আল্লাহ তাদের ওপর শাস্তি পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।
গীর্জা: খ্রীস্টানদের উপাসনালয়
বাইবেল: খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করলেও প্রকৃত পক্ষে এই গ্রন্থটিতে মানুষের মনগড়া বহু কথা প্রবেশ করেছে। আল্লাহ পাক নবী ঈসার(আঃ) ওপর ইনজীল নামক ধর্মগ্রন্থ নাযিল করেছিলেন, এই ইনজীল মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার বাণী নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তির হাতে ইনজীলের বক্তব্য পরিবর্তন হয়ে যায়। এমনিভাবে আজকে খ্রীস্টানদের হাতে যে বাইবেল রয়েছে, তা ঈসার(আঃ) ওপর নাযিল হওয়া প্রকৃত শিক্ষা নয়। বরং তা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লোক নবী ঈসার(আঃ) নামে যা চালিয়ে দিয়েছে, তার সমষ্টি মাত্র। ঈসা(আঃ) এর নিয়ে আসা শিক্ষা বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলেই পরবর্তীতে আল্লাহ শেষ নবী মুহাম্মাদকে(সঃ) পাঠালেন এবং তাঁর ওপর নাযিল করলেন কুর'আন - যা কিনা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

www.pathagar.com

তারুণ্য ও যৌবন

মক্কা শহরটি অনুর্বর, সেখানে মুহাম্মাদের(সঃ) বয়সী ছেলেদের প্রধান কাজ ছিল ভেড়া-বকরী চরানো। একদিন ভেড়া চরানোর সময় মুহাম্মাদের(সঃ) বন্ধুরা বলল, চল, আজ রাতে আমরা শহরে যাব, সেখানে অনেক মজা করবো আমরা, নাচ দেখবো, গান শুনবো।

মুহাম্মাদ(সঃ) তাদের সাথে যেতে রাজী হলেন, কিন্তু সেখানে যেতে না যেতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, ভোরের আগে আর সেই ঘুম ভাঙল না। তাঁর আর কিছুই দেখা হলো না। এভাবে অন্য ছেলেদের মত গান বা গল্পের আসরে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি।

লেখাপড়ার চর্চা আরবে তখন খুব কম ছিল। মুহাম্মাদও(সঃ) অন্য ছেলেদের মতই লেখাপড়া শেখেন নি। তবে তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা ছিল কোমল ও সুন্দর। যে কোন অশোভন ও অসুন্দর কাজ ও কথা তাঁকে কষ্ট দিত।

তরুণ বয়সে লোকজনকে নানারকম খারাপ ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁরা কয়েকজন মিলে হিলফুল ফুজুল নামে একটি দল তৈরী করেছিলেন। যারা অসহায় ও দুর্বল ছিল, তাদেরকে তাঁরা নানাভাবে সাহায্য করতেন।

www.pathagar.com

সেসময় 'ফিজ্জার যুদ্ধ' নামে একটি যুদ্ধ হয়েছিল, যাতে মুহাম্মাদকে(সঃ) অংশ নিতে হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে তিনি কাউকেই আঘাত করেননি। তাঁর কাজ ছিল ছুঁড়ে মারা তীরগুলো কুড়িয়ে জমা করা, যাতে আবার সেগুলো ব্যবহার করা যায়।

বড় হওয়ার পর তিনি ব্যবসা করতে শুরু করেন। তিনি কখনো খারাপ জিনিস বিক্রি করতেন না, বেশী দাম নিতেন না, কথা দিলে কথা রাখতেন। একবার একজনকে দেওয়া কথা রাখার জন্য নির্ধারিত জায়গায় তিনি তিনদিন অপেক্ষা করেন। লোকটি তিনদিন পর সেখানে গেলে তিনি তাকে শুধু একথা বলেন যে, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলেছো। চাচার উটের কাফেলার সাথে ব্যবসার জন্য তিনি আরও কয়েকবার বিদেশে গিয়েছিলেন। সৎ ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসতো।

তাঁর যখন বিশ বছর বয়স, তখন কা'বা ঘর মেরামতের কাজ শুরু হয়। কা'বা ঘর সবার কাছে সম্মানের ছিল, তাই কুরাঈশদের সব কয়টি গোত্র এই কাজে খুব উৎসাহের সাথে অংশ নেয়। কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন হাজরে আসওয়াদ নামের পাথরটি জায়গামত কে বসাবে এজন্য গোত্রগুলোর মধ্যে ঝগড়া শুরু হলো। সবাই চাইল নিজেরা পাথর বসানোর সম্মান পেতে। ঝগড়া এমন পর্যায়ে চলে গেল যে গোত্রগুলো নিজেদের ভিতর যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। তখন মীমাংসার জন্য ঠিক করা হলো যে, পরদিন ভোরে যে লোক সবচেয়ে আগে কা'বা ঘরে ঢুকবে, তার কথা অনুযায়ী বিষয়টির বিহিত করা হবে।

ভোরে সকল গোত্র প্রধানরা অপেক্ষা করছে কা'বার পাশে। হঠাৎ দেখা গেল কেউ একজন ঢুকছে কা'বা ঘরে। সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল তাঁকে দেখে, এই তো আমাদের আল-আমীন, অর্থাৎ "বিশ্বস্ত ব্যক্তি"টি। তাঁর কথা আমরা সবাই খুশী মনে মেনে নেব। এই আল-

www.pathagar.com

আমীন হলেন মুহাম্মাদ(সঃ)। তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারীর জন্য সবাই তাঁকে এই নামে ডাকতো।

তিনি সমস্যাটির এত সুন্দর সমাধান দিলেন যে সবাই খুশী হয়ে গেল। তিনি তাঁর চাদর বিছিয়ে পাথরটি সেখানে রাখলেন। তারপর চারটি গোত্রের প্রধানকে চাদরের চার কোণা ধরে পাথরটি তুলে জায়গা মত বয়ে নিতে বললেন। পরে তিনি নিজে সেটি তুলে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। তাঁর মাধ্যমে এভাবে আল্লাহ মক্কাবাসীদের একটি যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচালেন।

একদিন মদীনার একজন ধনী, বড় বংশের সৎ চরিত্রের মহিলা বিবি খাদিজা মুহাম্মাদকে(সঃ) ডেকে পাঠালেন। বললেনঃ আমি আপনার চাচা আবু তালিবের সাথে কথা বলেছি, আপনাকে আমি আমার বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্ব দিতে চাই। আপনার সুনাম আমি শুনেছি। আপনাকে আমি দ্বিগুণ মজুরী দেব। আপনি কি এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? মুহাম্মাদ(সঃ) ভেবে দেখে রাজী হলেন।

এই ব্যবসায় খাদিজার প্রচুর লাভ হলো। তিনি আরও জানতে পারলেন মুহাম্মাদের(সঃ) সততা, কাজেকর্মে দক্ষতার কথা। তিনি মুহাম্মাদকে(সঃ) বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। মুহাম্মাদ(সঃ) রাজী হলেন। আবু তালিব খুশী মনে ভাতিজার সাথে খাদিজার বিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

নবুওয়াত

পেছনে ধূলি উড়িয়ে ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল মুহাম্মাদের(সঃ) কাফেলা, ইয়েমেনের পথে, বাণিজ্যে।

দাঁড়িয়ে থাকা মক্কার লোকজন, মুহাম্মাদের(সঃ) আত্মীয়-স্বজন বলাবলি করছিলেন নানা কথা। কিভাবে একজন এতিম ছেলে হয়েও আজ মুহাম্মাদ সম্মানিত, সম্পদশালী। কেউ বলছিল তাঁর দুঃখের কথা, দুটি ছেলেই তাঁর ছোটবেলায় মারা যায়, রয়েছে শুধু মেয়েরা, যারা তাঁর বড় আদরের। আর কেউ বলছিল কিভাবে তিনি আগের মতই এখনও গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দেখাশুনা করেন, সকল দায়-দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করেন।

অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। মুহাম্মাদ(সঃ) এখন মক্কায় একজন সম্মানিত মানুষ, সম্পদশালী। খাদিজা তাঁর সমস্ত সম্পত্তির দায়দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন তাঁর উপর। প্রায় প্রতি বছরই বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে তিনি যান ইয়েমেনে, সিরিয়ায়। যখন দেশে ফিরে আসেন, গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দেখাশুনা করেন, অসহায় এতিমকে সাহায্য করেন। সংসারের নানা দায়িত্ব কর্তব্য আন্তরিকভাবে পালন করেন। তাঁর সংসারে রয়েছে মেয়েরা- যারা তাঁর খুবই আদরের, দুটি ছেলে শিশু বয়সেই মারা গেছে, আছে আবু তালিবের ছেলে আলী – চাচাকে সাহায্য করার জন্য ভাইকে তিনি নিজের কাছে রেখেছেন।

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসারের দায়-দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকলেও, সময় পেলেই মুহাম্মাদ(সঃ) চলে যেতেন মক্কার বাইরে হেরা পাহাড়ে। সেখানে নির্জন গুহায় কয়েকটি দিন কাটিয়ে আসতেন, সাথে নিতেন কিছু খেজুর আর পানি। সেখানে বসে দূরে দেখা যেত কা'বা, সামনে বিস্তৃত নীলাকাশ, তিনি নানা ভাবনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি ভাবতেন আমার সৃষ্টিকর্তা এবং এই পাহাড়, মরুভূমি, সূর্য, চন্দ্রের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কেন, কি উদ্দেশ্যে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন? কিভাবে আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে ডাকব, তাঁর কাছে চাইব? সমাজে সংসারে যা কিছু অন্যায় অবিচার চলছে, কিভাবে তার সমাধান হবে, মানুষ কিভাবে আল্লাহর পথে ফিরে আসবে?

গুহা

লোকে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে গাছপালা, পাথর, মূর্তি এসবের উপাসনা করছে, কিছু লোক ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও আত্মীয়-স্বজনের জোরে অন্যের উপর অত্যাচার করছে, নিজেদের ইচ্ছামত অন্যকে চলতে

www.pathagar.com

বাধ্য করছে, নিজেরা যা খুশী তাই করছে - এসব দেখে তাঁর মন মানুষের জন্য চিন্তায় ও অস্থিরতায় ভরে উঠতো। নানাভাবে তিনি চেষ্টা করতেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট-অসহায়তা দূর করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা দিয়ে এসব সমস্যা দূর হবে না। একমাত্র আল্লাহ, মানুষের সৃষ্টিকর্তাই পারবেন এসব সমস্যা দূর করার পথ দেখাতে। তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন যেন তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান।

প্রতি বছর বেশ কিছু সময় তিনি এভাবে কাটাতেন। মাঝে মাঝে তিনি নানা রকম স্বপ্ন দেখতেন, আর সেগুলো সত্য হতো। ধীরে ধীরে তিনি আরও বেশী নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠলেন। একবার তিনি এভাবে হেরা পাহাড়ের গুহায় থাকার সময় ভোরবেলায় শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠস্বর। তা ছিল জিবরাঈল ফেরেশতার কণ্ঠস্বর। তিনি মুহাম্মাদকে(সঃ) বললেন, পড়। মুহাম্মাদ(সঃ) হতবাক হয়ে গেলেন, বললেন, আমি তো পড়তে জানি না।

জিবরাঈল তাঁকে বুকে চেপে ধরে বললেন, পড়। আবার তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাঈল আবারো তাঁকে বুকে চেপে ধরে বললেন, পড়।

তখন বুঝতে পেরে তাঁর সাথে সাথে মুহাম্মাদ(সঃ) আবৃত্তি করলেন। এভাবে আল্লাহ মুহাম্মাদের(সঃ) কাছে তাঁর বাণী পাঠালেন, জিবরাঈলের মাধ্যমে। মুহাম্মাদ(সঃ) হলেন দুনিয়াতে আল্লাহর রাসূল বা প্রতিনিধি—যিনি মানুষকে আল্লাহর বাণী বা কথা পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান ও কৌশল শিখাবেন ও সঠিক পথে মানুষকে পরিচালিত করবেন, যাতে আল্লাহ খুশী হন এবং মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে। এবং মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত পেতে পারে।

www.pathagar.com

ঘটনাটি তাঁকে অভিভূত করল, তিনি খাদিজার কাছে গিয়ে সব জানালেন। খাদিজা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, বিশ্বাস করলেন যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাঁকে রাসূলের সম্মান দিয়েছেন।

তারপর খাদিজা মুহাম্মাদ(সঃ)-কে নিয়ে গেলেন তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে। তিনি খৃষ্টান ছিলেন। তিনি বাইবেল থেকে জেনেছিলেন যে আল্লাহ শেষ নবী পাঠাবেন আরব দেশে, সেই নবীর আগমনের সময় যে হয়ে গেছে তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মুহাম্মাদ(সঃ)-এঁর কাছে সব শুনে তিনি বললেন, ইনিই সেই ফেরেশতা যিনি মূসার কাছে আল্লাহর ওহী নিয়ে এসেছিলেন। আপনার জাতি যখন আপনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন আমি যদি বেঁচে থাকি, আমি আপনাকে সাহায্য করব। মুহাম্মাদ(সঃ) বললেন, আমার দেশের লোক কি আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, এমন কোন নবী আল্লাহ পাঠাননি যাঁকে তাঁর জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

এরপর কিছুদিন কেটে গেলো, আর কোন ওহী তাঁর কাছে এলো না। সেজন্য তাঁর মন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠতো। এমন সময় একদিন পথে চলতে গিয়ে আবার তিনি জিবরাঈলকে দেখলেন তাঁর আসল চেহারায়, আসমান যমীন ঢেকে জিবরাঈল দাঁড়িয়ে আছেন। ভয় পেয়ে মুহাম্মাদ(সঃ) ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর উপর ওহী নাজিল হলো।

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন এবং সতর্ক করুন; আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪:১-৩)

তিনি বুঝলেন এখন আল্লাহর নবী ও রাসূল হিসাবে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে, মানুষের কাছে আল্লাহর কথা পৌঁছাতে হবে। প্রথমে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের মাঝে গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। সর্বপ্রথমে ইসলাম গ্রহণ করলেন

www.pathagar.com

খাদিজা। তারপর তাঁর চাচাত ভাই আলী, তাঁর ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারিসা, আবু বকর—যিনি ছিলেন মক্কার একজন ধনী, দয়ালু, বুদ্ধিমান ও জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁরা মক্কার কাছে পাহাড়ে গিয়ে সালাত আদায় করতেন।

একদিন আবু তালিব তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, তুমি এটা আবার কোন ধর্ম পালন করছো?
মুহাম্মাদ(সঃ) বললেনঃ এটা এক আল্লাহর দ্বীন। আল্লাহ আমাকে তাঁর রাসূল বানিয়েছেন যাতে আমি মানুষকে দেবদেবীর পূজা ও অনাচারের পথ থেকে আল্লাহর পথে ডাকি।

আবু তালিব বললেনঃ ভাতিজা, আমি আমার পূর্বপুরুষের রীতিনীতি বর্জন করতে পারি না, তবে তুমি তোমার কাজ কর, আমি যতদিন বেঁচে আছি কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারবে না।

যখন আল্লাহ আদেশ করলেন, "সতর্ক কর, (হে মুহাম্মাদ), তোমার নিকট পরিজনকে..."

তখন মুহাম্মাদ(সঃ) প্রকাশ্যে আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য তৈরী হলেন। কিভাবে মক্কাবাসীকে ইসলামের কথা জানাবেন চিন্তা করলেন। তারপর একদিন সাফা পাহাড়ে উঠে জোরে ডাক দিলেনঃ ওয়া সাবাহাহ, ওয়া সাবাহাহ। তখনকার মক্কাবাসীরা কোন জরুরী খবর সকলকে জানাতে হলে এভাবেই ডাকত।

মুহাম্মাদের(সঃ) ডাক শুনে কুরাঈশদের সকল গোত্র ও অন্যান্য লোকজন পাহাড়ের নীচে এসে জড় হলো, তিনি তাদের ডেকে বললেন, ওহে কুরাঈশ, আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট সেনাদল তোমাদেরকে আক্রমণের জন্য তৈরী হয়েছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

www.pathagar.com

তারা বলল: নিশ্চয়ই, কারণ আমরা জানি তুমি কখনও মিথ্যা বল না।

তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি, যেদিন সকলকে আল্লাহর কাছে তার সব কাজের হিসাব দিতে হবে। তোমরা এইসব মিথ্যা দেবদেবীর পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত কর। জুয়া খেলা, মদ পান করা, জীবন্ত কন্যা সন্তানকে হত্যা করা, এতিমের সম্পদ খেয়ে ফেলা বন্ধ কর। তা না হলে তোমাদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে।

পাহাড়

'মিথ্যাবাদী!' চিৎকার করে উঠল আবু লাহাব, 'এই বাজে কথা শোনানোর জন্য তুমি আমাদেরকে কাজ থেকে ডেকে এনেছ?' হাতের কাছের পাথর তুলে সে মুহাম্মাদের(সঃ) দিকে ছুঁড়তে লাগল। একে একে সবাই ফিরে চলে গেল। মুহাম্মাদের(সঃ) নিকট আত্মীয়রা তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মেনে নিল না। এই আবু লাহাব ছিল সম্পর্কে মুহাম্মাদের(সঃ) চাচা ও কুরাঈশদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

www.pathagar.com

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল নানাভাবে মুহাম্মাদের(সঃ) উপর অত্যাচার করতো। উম্মে জামীল তাঁর চলার পথে কাঁটা পুঁতে রাখতো, ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে রাখতো। যখন রাসূল মানুষকে নানা জায়গায় গিয়ে আল্লাহর কথা শোনাতেন, আবু লাহাব সাথে সাথে যেতো, লোকদেরকে নিষেধ করতো তাঁর কথা শুনতে। যেভাবে পারা যায় ইসলাম প্রচারে সে বাধা দিত ও আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিত। ইসলামের প্রতি তার প্রচণ্ড বিদ্বেষের কারণে আয়াত নাযিল হলো,

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত..."

শব্দার্থ

ওহী:সরাসরি কথা বলে বা ফেরেশতার মাধ্যমে বা স্বপ্ন যোগে বা এমনকি অনুভূতির মাধ্যমে(ইলহাম) আল্লাহ যখন নবীদেরকে কোন কিছু জানান, সেটাকে ওহী বলা হয়।

নবুওয়াত: কোন ব্যক্তির নবী হওয়ার ঘটনাকে নবুওয়াত বলা হয়। যখন আল্লাহর বাছাই করা কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী লাভ করতে শুরু করেন, তখন বলা হয় যে তাঁকে নবুওয়াত দেয়া হয়েছে।

রাসূল: যে নবী মানুষের জন্য নতুন কোন আসমানী কিতাব কিংবা জীবন বিধান নিয়ে আসেন, তাকে রাসূল বলা হয়।

মূসা: মূসা(আঃ) ছিলেন ইহুদী জাতির কাছে প্রেরিত একজন মহান নবী। তিনি বনী ইসরাঈল বা ইহুদীদেরকে মিশরের অত্যাচারী শাসক ফেরআউনের কবল থেকে উদ্ধার করে বের করে নিয়ে যান।

ইবাদত: ইবাদত শব্দের অর্থ দাসত্ব। আল্লাহর ইবাদত করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যা কিছু করতে আদেশ দিয়েছেন, তা মেনে চলা এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। আল্লাহকে ইবাদত করা বলতে তাঁকে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসা, ভয় করা ও শুধু তাঁর ওপরই ভরসা করাকেও বোঝায়।

www.pathagar.com

বিরোধিতা

মক্কা শহরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আলো আঁধারিতে দেখা যাচ্ছে কা'বার পাশে বসে পরামর্শ করছে কুরাঈশ গোত্রের প্রধান লোকেরা। এদের মাঝে রয়েছে আবু লাহাব, ওলীদ ইবনে মুগিরা।

সামনেই হজ্জের সময় আসছে। আরবের নানা জায়গা থেকে লোকেরা আসবে। এর মধ্যেই মুহাম্মাদের(সঃ) কথা তারা শুনেছে, বিভিন্ন মেলায় মুহাম্মাদ(সঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীরা নতুন ধর্মের প্রচারও করেছে। এখন যদি আমরা তার ধর্ম প্রচার বন্ধ করতে না পারি, হজ্জের পর সারা আরবে তার অনুসারীরা ছড়িয়ে পড়বে। তার ফলে ক্ষতি হবে আমাদেরই। দেবদেবীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে যাবে, কা'বায় হাজীদের সংখ্যা কমে যাবে, ক্ষতি হবে। কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ করে যে সম্মান আমরা পেতাম, তা আর পাব না, ফলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ক্ষতি হবে। মানুষ যেন মুহাম্মাদের(সঃ) কথা না শোনে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে, মানুষকে মুহাম্মাদ(সঃ) সম্পর্কে এমন কিছু বলতে হবে, যেন তারা তার কথা না শোনে।

— আমরা তাকে লোকেদের কাছে জ্যোতিষী বলে প্রচার করতে পারি।

www.pathagar.com

— কিন্তু সে তো জ্যোতিষী নয়।

— তাহলে গণক বা কবি?

— সে গণক নয়, আর কবিতা আমরা খুব ভাল জানি। তার কুরআন কবিতা নয়। কেউ একথা বিশ্বাস করবে না।

— তাহলে?

— তাকে যাদুকরও বলা যায় না, পাগলের কোন লক্ষণও নেই তার। এসব বললে আমরাই মিথ্যাবাদী হব।

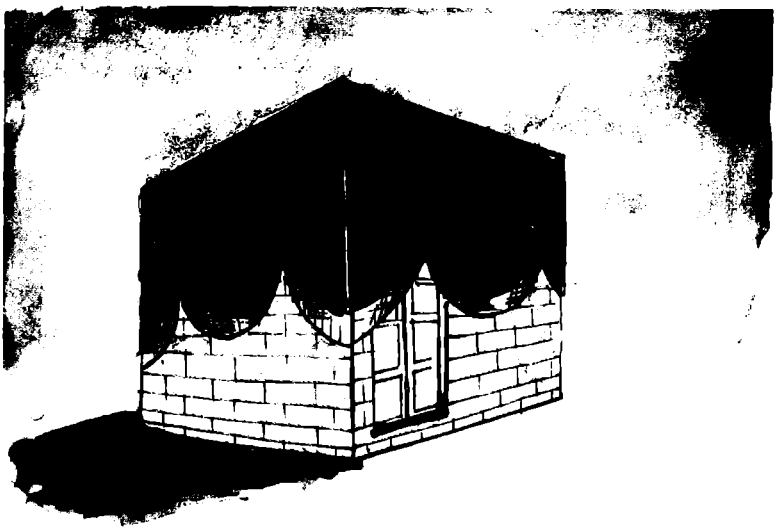

সন্ধ্যায় কাবা

— বরং তাকে আমরা এমন একজন লোক হিসাবে পরিচয় দেব যার কথা শুনলে পরিবারের লোকজনের মাঝে বিভেদ তৈরী হয়। তার কথায় পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটে, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হয়, ছোটরা

www.pathagar.com

বড়দের অবাধ্য হয়, ক্রীতদাস মনিবকে মানে না। এতে লোকে ভাববে সে সংসারে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা আনছে। তাকে কেউ ভাল চোখে দেখবে না।

— হ্যাঁ, এটাই উত্তম পরামর্শ।

এভাবে কুরাঈশদের সরদাররা মুহাম্মাদকে(সঃ) বাধা দিতে লাগল, যেন তিনি মানুষকে আল্লাহর কথা শুনাতে না পারেন। তারা তাঁকে বিদ্রূপ করত, বাজে কথা বলত, তবু তিনি দমে যেতেন না। লোকে যখন তাঁর কাছে কুর'আন শুনত, তারা কুর'আনের ভাষায় মুগ্ধ হতো, আল্লাহর বাণী তাদের মনকে নাড়া দিত, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। মক্কায় বছরের বিভিন্ন সময়ে যেসব মেলা বসত, সারা আরবের লোকেরা সেখানে ব্যবসার জন্য জড়ো হতো। মুহাম্মাদ(সঃ) এসব মেলায় মেলায় ঘুরে মানুষকে ডাকতেন আল্লাহর পথে। বিভিন্ন গোত্র থেকে কেউ কেউ মুসলিম হতো। মেলা শেষে সবাই ফিরে যেত যার যার জায়গায়, আর এভাবে ইসলামের বাণী, নতুন এক নবীর কথা ছড়িয়ে পড়লো সারা আরবে।

কুরাঈশরা এতে খুব চিন্তিত হলো। তারা আবু তালিবকে বলল তিনি যেন তাঁর ভাতিজাকে ইসলাম প্রচার করতে নিষেধ করেন। তারা মুহাম্মাদকে(সঃ) ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও অনেক কিছুর লোভও দেখাল। কিন্তু মুহাম্মাদ(সঃ) বললেন, যদি আমার এক হাতে সূর্য ও আরেক হাতে চাঁদ দেওয়া হয়, তবুও আমি এ কাজ থামাব না। এতে যদি সারা আরব আমার শত্রু হয়, তাই হোক।

মুহাম্মাদের(সঃ) এই দৃঢ়তা দেখে আবু তালিব বললেন: তুমি তোমার যা খুশী কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

আবু জেহেল ছিল কুরাঈশদের নেতা ও ইসলামের চরম শত্রু। সে মুহাম্মাদের(সঃ) সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করতো। কুরাঈশদের মস্ত

www.pathagar.com

বড় বীর ও শিকারী হামযা ছিলেন মুহাম্মাদের(সঃ) চাচা। শিকার করে ফেরার পথে প্রায়ই তিনি কা'বার চত্বরে কুরাঈশদের মজলিসে বসতেন, গল্প গুজব করতেন কিছুক্ষণ। একদিন শিকার করে ফেরার পথে শুনলেন তাঁর ভাতিজার সাথে আবু জেহেলের চরম দুর্ব্যবহারের কথা। রাগে জ্বলে উঠলেন তিনি, ছুটে গেলেন কা'বার চত্বরে, সেখানে বসে থাকা আবু জেহেলকে ধনুক দিয়ে আঘাত করলেন। তাকে সাবধান করে দিলেন সে যেন আর কখনো তাঁর ভাতিজার সাথে খারাপ ব্যবহার করার সাহস না দেখায়, আর ঘোষণা করলেন যে তিনিও মুহাম্মাদের(সঃ) ধর্ম গ্রহণ করেছেন। হামযার মত বীর ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলিমদের শক্তি বেড়ে গেল অনেক। কুরাঈশরাও মুহাম্মাদকে(সঃ) বেশী উত্যক্ত করার সাহস পেত না।

নতুন মুসলিমদের বেশীর ভাগই ছিল অসহায় দরিদ্র, দুর্বল ও ক্রীতদাস। কুরাঈশরা প্রচণ্ড অত্যাচার করতো তাদের উপর। এমনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন হাবশী বেলাল। আবু বকর, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের প্রিয় সাহাবী, একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন, হঠাৎ শব্দ শুনলেনঃ 'আহাদ', 'আহাদ'। দেখলেন, বেলালকে তার মনিব মরুভূমিতে চিৎ করে শুইয়ে রেখেছে, সূর্যের দিকে মুখ করে। বুকে পাথর চাপা দেওয়া। বেলালের অপরাধ যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবু বকর ছিলেন নরম মনের মানুষ, দয়ালু। তিনি তাকে তার প্রভুর কাছ থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। এই বেলালই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন। আবু বকর এভাবে কুরাঈশদের অত্যাচার থেকে বহু ক্রীতদাসকে বাঁচিয়েছেন।

কিছুদিন পর একদল মুসলিম নরনারী মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন আবিসিনিয়ায়, নবীর নির্দেশে। সেখানকার খৃষ্টান বাদশাহ তাদের আশ্রয় দিলেন। কুরাঈশরা তাদের পিছু ছাড়েনি, বাদশাহের কাছে তারা আবেদন জানাল ঐ মুসলিমদের তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু কুর'আনের আয়াত শুনে বাদশাহ বুঝতে পারলেন যে, ইনজিল ও কুর'আনের উৎস একই। এই নবীই

www.pathagar.com

ইনজিলের প্রতিশ্রুত নবী। তিনি মুসলিমদের তাঁর দেশে নিশ্চিন্তে বাস করার অনুমতি দিলেন। পরবর্তীতে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে বাইরের পৃথিবী ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত হতে শুরু করলো। শুধু তাই নয়, আজো নবীর অবর্তমানে বা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমরা কিভাবে নিজেদের পরিচালনা করবে – দেশত্যাগকারী ঐ মুসলিমরা তার একটি উদাহরণ হয়ে রইলো।

ওমর ইবনুল খাত্তাব ছিলেন একজন দুঃসাহসী ও বীর যোদ্ধা। তিনি লেখাপড়া জানতেন, তাঁর চরিত্রে ছিল একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের গুণাবলী। তিনি ছিলেন 'আদী' নামক গোত্রের লোক, যারা কুরাঈশদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা ও বিচারক হিসাবে ভূমিকা রাখত। ইসলাম কুরাঈশদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তাদের দেবদেবীকে উপেক্ষা করছে এবং তাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের অসম্মান করছে - এই ধারণা থেকে তিনি ইসলামের কঠোর বিরোধিতা করেন। এমনকি একদিন রাসূলকে হত্যার জন্য তিনি খোলা তলোয়ার হাতে বের হলেন। কিন্তু পথে এক ব্যক্তি তাঁকে দেখে বলল: তোমার নিজের বোনই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ কথা শুনে ওমর ক্ষিপ্ত অবস্থায় গেলেন তার বোনের বাড়িতে, এসময় তাঁর বোন ফাতিমা কুর'আন তিলাওয়াত করছিলেন, ওমরের কানে এই তিলাওয়াতের ধ্বনি পৌঁছাল। তিনি ফাতিমার কাছ থেকে কুর'আনের আয়াত লেখা পৃষ্ঠাগুলো চেয়ে নিলেন। পড়তে শুরু করলেন, সেই পাতাগুলোতে ছিল সূরা তা-হার প্রথম কয়েকটি আয়াত:

"তা-হা, আপনি কষ্টে আপতিত হবেন এজন্য আমি আপনার প্রতি এ কুর'আন নাযিল করিনি। বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানের জন্য নাযিল করেছি, যে ভয় করে। এ কুর'আন এমন সত্তার তরফ থেকে নাযিল করা হয়েছে, যিনি সৃষ্টি করেছেন জমিনকে এবং সুউচ্চ আসমানকে। তিনি দয়াময় আল্লাহ, আরশে সমাসীন। যা কিছু আসমানে, যা কিছু জমীনে, যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এবং যা

www.pathagar.com

কিছু ভূগর্ভে আছে, তা তাঁরই অধিকারে রয়েছে। আর যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তিনি অবশ্যই তা শোনেন, এবং যা গোপন ও প্রকাশ্য, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, আর তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।" (সূরা তা-হা, ২০:১-৮)

কুর'আনের এ কথাগুলো তাঁর অন্তরকে দারুণ ভাবে আন্দোলিত করল, তাঁর কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মই সত্য ধর্ম আর কুর'আন সত্যিই আল্লাহর বাণী, কোন মানুষের রচনা নয়। ঐ দিনই তিনি মুহাম্মাদের(সঃ) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরপরই তিনি একদল মুসলিমকে নিয়ে কা'বায় প্রকাশ্যে সালাত আদায় করেন, যা এতদিন ছিল অসম্ভব। এমনিভাবে হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণ মুসলিমদের শক্তি, সাহস ও মনোবল বাড়িয়ে দিল।

একদিন কা'বায় সালাত আদায়ের সময় একজন কুরাঈশ এমনভাবে মুহাম্মাদের(সঃ) গলায় চাদর পেঁচিয়ে ধরলো যে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। আবু বকর দৌড়ে এসে তাঁকে ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, একজন শুধু একথা বলছে যে আল্লাহ তার রব, এজন্যেই কি তোমরা তাঁকে মেরে ফেলবে? এছাড়াও সুযোগ পেলেই কুরাঈশরা তাঁর বাড়ীতে, তাঁর শরীরে ময়লা আবর্জনা ফেলে নানাভাবে তাঁকে উত্যক্ত করতো। ধৈর্য্যের সাথে তিনি সব সহ্য করতেন। আবু তালিবের প্রতিপত্তির কারণে তারা তাঁকে বেশী কিছু করতে পারতো না। আর বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকজন মুহাম্মাদ(সঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সাহায্য ও সমর্থন করতো, যেজন্য কুরাঈশরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করতো, কেননা এতে করে নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

এত অত্যাচারেও মুসলিমদের সংখ্যা কমলো না, বরং মক্কার আশেপাশে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখন কুরাঈশদের নেতারা একত্রিত হয়ে ঠিক করলো যে

www.pathagar.com

তারা মুহাম্মাদ(সঃ) ও তাঁর অনুসারী এবং তাঁদের সাহায্য ও সমর্থনকারী বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। তাঁদেরকে কিছু বেচবে না, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিনবে না, মেলামেশা করবে না, বিয়ের সম্পর্কও স্থাপন করবে না। এই কথাগুলি একটি কাগজে লিখে সেটি তারা কা'বার দরজায় ঝুলিয়ে দিল এবং সকলকে সেটি মানতে বাধ্য করল।

তিন বছর যাবত কুরাঈশদের এই বয়কট চলল। এই তিন বছর মুহাম্মাদ(সঃ) ও তাঁর আত্মীয়-পরিজন ও মুসলিমরা 'শিআবে আবু তালিব' নামে পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়ে বাস করলেন অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এ সময়টা তাঁদের জন্য ছিল বড় কষ্টের। কেউ পয়সা দিয়েও কারো কাছ থেকে কোন খাবার কিনতে পারতেন না। ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা, পশুর শুকনো চামড়া পর্যন্ত খেতে হয়েছে তাঁদের। ছেলেমেয়ে নিয়ে এত কষ্টের পরও তাঁরা আল্লাহর উপর ভরসা হারাননি; তাঁরা কুর'আন শুনেছেন, শিখতে ও জানতে চেষ্টা করেছেন এবং যথাসাধ্য পালন করেছেন। কুরাঈশদের মধ্য থেকে কেউ কেউ লুকিয়ে মাঝে মাঝে তাঁদেরকে খাবার পাঠাতেন। একবার খাদিজার ভাতিজা রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁর জন্য কিছু খাবার পাঠাচ্ছিলেন, দেখতে পেয়ে আবু জেহেল তা কেড়ে নিল। এই ঘটনায় কুরাঈশদের অনেকেরই খারাপ লাগলো। কুরাঈশদের মাঝে অনেকেই এই বয়কটকে অপছন্দ করত। তারা ভেবে দেখল যে এটা অন্যায়, নিজেদেরই কিছু সংখ্যক লোক এভাবে অনাহারে, দুঃসহ কষ্টে দিন কাটাবে আর অন্যেরা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবে, তা হয় না। তারা একজোট হয়ে কুরাঈশদের মজলিসে এর প্রতিবাদ জানালো এবং কা'বার দরজা থেকে নির্দেশনামাটি ছিঁড়ে ফেলতে গেলো। দেখা গেলো আগেই সেটি পোকায় খেয়ে ফেলেছে, পড়া যাচ্ছে শুধু আল্লাহর নামটি। এভাবে এই দীর্ঘ অবরোধের দিন শেষ হলো।

কিছুদিন পর মারা গেলেন আবু তালিব ও খাদিজা। যাঁরা ছিলেন মুহাম্মাদের(সঃ) কষ্টে ও দুঃখে সান্তনা স্বরূপ। খাদিজা তাঁর সমস্ত ধন-

www.pathagar.com

সম্পত্তি ইসলামের কাজে দান করে দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদের(সঃ) পাশে থেকে তিনি সবসময় উৎসাহ ও সাহস যোগাতেন। দুঃসময়ে সান্ত্বনা দিতেন। এই বছরটি ছিল মুহাম্মাদের(সঃ) জন্য 'শোকের বছর।'

শব্দার্থ

ইসলামঃ ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ। মানুষের জন্য আল্লাহ জীবন-যাপনের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই হচ্ছে ইসলাম।

কুর'আনঃ মানুষের জন্য আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠিয়েছেন নবীদের মাধ্যমে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে কুর'আন। এই কুর'আন আল্লাহর কথা। এই কুর'আনে আল্লাহ মানুষকে সেই পথ দেখিয়েছেন, যে পথে চললে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে, তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে এবং তাঁর দেয়া বিরাট পুরস্কার লাভ করতে পারবে।

ইসলাম গ্রহণ করাঃ কোন ব্যক্তি যখন একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ও ঘোষণা করে যেঃ "আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, এবং মুহাম্মাদ(সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল" - তখন বলা হয় যে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে সে সবসময় আল্লাহর আনুগত্য করার এবং আল্লাহর আনুগত্য করার পদ্ধতি নবী মুহাম্মাদের(সঃ) কাছ থেকে শেখার শপথ নিল।

হাবশীঃ হাবশা নামক স্থানের অধিবাসী। হাবশার বর্তমান নাম ইথিওপিয়া।

আহাদঃ আহাদ অর্থ এক। 'আল্ আহাদ' হচ্ছে আল্লাহর একটি নাম।

মুয়াযযিনঃ যে ব্যক্তি আযান দেন।

www.pathagar.com

তায়েফ

মক্কার কিছুদূরে তায়েফ নগরী, ফলে ও প্রাচুর্যে ভরা একটি সবুজ শহর। সেখানকার লোকেরা যেমন ধনী ছিল, তেমনি ক্ষমতাশালীও ছিল। কুরাঈশদের ক্রমাগত বিরোধিতার মুখে নবী চিন্তা করলেন তাদের কথা, তারা মুসলিম হলে ইসলামের শক্তি বাড়বে, তাঁর পক্ষে ইসলাম প্রচার করা সহজ হবে। কারণ আবু তালিবের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর গোত্র বনু হাশিম আগের মত তাঁকে আর সাহায্য ও সমর্থন করছে না, কুরাঈশদের অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে গেছে। একথা ভেবে তিনি যায়েদকে নিয়ে সেখানে রওনা হলেন। সেখানে তিনি নগরীর প্রধান তিন ব্যক্তির সাথে দেখা করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, এই তিনজন ছিল তিন ভাই। তারা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করল।

একজন বলল: তুমিই কি সেই নবী যাঁকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন? একথা বিশ্বাস করার চেয়ে আমার পক্ষে কা'বার গিলাফ ছিঁড়ে ফেলাও সহজ।

আরেকজন বলল: আল্লাহ কি তোমার চেয়ে উপযুক্ত আর কাউকে নবী বানানোর জন্য পেলেন না?

www.pathagar.com

তৃতীয় জন বলল: আল্লাহর কসম, তুমি যদি সত্যি নবী হও, তাহলে আমার পক্ষে তোমার সাথে কথা বলা সাজে না, আর তুমি যদি নবী না হও ও মিথ্যা কথা বলে থাক, তবে আমাদের উচিত নয় তোমার সাথে কথা বলা।

নিরাশ হয়ে মুহাম্মাদ(সঃ) ফিরে আসছেন, সর্দাররা তাঁর পিছনে দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিল। তারা তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো, গালিগালাজ করতে লাগলো। তিনি আহত হলেন, রক্ত গড়িয়ে পড়ে তাঁর জুতা ভিজে গেল। বাধ্য হয়ে তিনি একটি দেয়াল ঘেরা ফলের বাগানে আশ্রয় নিলেন।

বাগানটি ছিল দুই ভাইয়ের, তারা তাঁর অবস্থা দেখে তাদের ভৃত্য আদ্দাসকে পাঠিয়ে দিল তাঁর কাছে, কিছু আঙুর ও পানি দিয়ে। তিনি বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করলেন। এতে অবাক হয়ে আদ্দাস তাঁকে বলল, "একথা তো এদেশের লোকদের বলতে শুনি না।" রাসূল(সঃ) তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আদ্দাস, তুমি কোন দেশের মানুষ, তোমার ধর্মই বা কি?" আদ্দাস বলল, "আমি একজন খ্রীস্টান, আমি নিনেভার অধিবাসী।" রাসূল(সঃ) বলেন, "তুমি তাহলে ইউনুস ইবনে মাত্তার জনপদের লোক?" আদ্দাস বললেন, "ইউনুস ইবনে মাত্তাকে আপনি কিভাবে চেনেন?" রাসূল বললেন, "তিনি আমার ভাই, তিনি নবী ছিলেন, আমিও নবী।" এ কথা শুনেই আদ্দাস পরম শ্রদ্ধা সহকারে রাসূলের(সঃ) মাথায় ও হাতে-পায়ে চুমু খেতে লাগল। যখন আদ্দাসের মালিকেরা ব্যাপারটি দেখল, তারা বিচলিত হল এবং আদ্দাসকে জিজ্ঞাসা করল তার এই আচরণের কারণ কি। আদ্দাস বলল: "পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে ভাল লোক নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছেন যা একজন নবী ছাড়া কেউই জানতে পারে না।"

তায়েফের দিনটি ছিল তাঁর জীবনের কঠিনতম দিনের একটি। তবু তিনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, যেন আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে ভাল মুসলিম বানিয়ে দেন। নিজে কষ্ট পেয়ে কারো কাছ

www.pathagar.com

থেকে তিনি কখনো প্রতিশোধ নেননি, বদদোয়া করেননি। যারা আল্লাহর বিধান মানে না এবং অন্যের উপর জুলুম করে, তাদের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম।

মক্কায় ফেরার পথে নাখলা নামে এক উপত্যকায় তাঁরা থামলেন। যায়েদ তাঁকে সেখানে রেখে মক্কায় গেলেন, মক্কায় তাঁর জন্য পৃষ্ঠপোষক কাউকে খুঁজে বের করতে, যে তাঁকে আশ্রয় দেবে। চাচা আবু তালিব নেই, মক্কার অন্য কেউ আশ্রয় না দিলে তিনি কুরাঈশদের বাধার মুখে মক্কায় ঢুকতে পারবেন না, এমনকি তারা তাঁকে মেরে ফেলতে বা বন্দী করতে পারে।

রাতের সালাতের সময় একদল জ্বিন তাঁর কুর'আন পাঠ শুনে মুসলিম হলো, তারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহর বাণী তারা নিজেদের দলের অন্য জ্বিনদের কাছে পৌঁছে দিল। আল্লাহ মুহাম্মাদকে(সঃ) মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির জন্যই রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। সূরা জ্বিনে আল্লাহ বলেন,

"হে নবী, আপনি বলুন যে, আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে একদল জ্বিন কুর'আনের বাণী শুনেছে, তারপর তারা নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে বলল: আমরা তো শুনে এসেছি এক বিস্ময়কর কুর'আন - যা সরল পথ প্রদর্শন করে। অতএব আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে শিরক করব না।" (সূরা জ্বিন, ৭২:১-২)

-০-

শব্দার্থ

শিরক: শিরক বলতে বোঝায় আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার স্থির করা। শিরক বিভিন্নভাবে হয়। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করে, অন্য কারও

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে সিজদা করে, কাউকে আল্লাহর চেয়েও বেশী ভালবাসে ও ভয় করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া কারও উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী দেয় অথবা আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে দুআ করে, তবে সে শিরক করল। কেউ যদি আল্লাহর একান্ত নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য অন্য কারও ওপর আরোপ করে অথবা আল্লাহর নয় এমন কোন বৈশিষ্ট্য আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দেয়, তবে সেটাও শিরক। শিরক করা অবস্থায় কেউ যদি মারা যায়, তবে সে কখনও জান্নাতে যাবে না।

নিনেভা: তৎকালীন ইরাকের একটি স্থান।

সালাত: ফারসী শব্দ "নামাজ"-এর মূল আরবী শব্দ।

www.pathagar.com

মিরাজ

একদিন ভোর বেলায় আবু বকর শুনতে পেলেন লোকজন নানা কথা বলাবলি করছে। তাঁকে দেখে একজন বলল, তুমি কি শুনেছ তোমার বন্ধু কি বলছে? সে বলছে যে, সে গতরাত্রে কা'বা থেকে জেরুজালেম নগরীর আল-আকসা মসজিদে গিয়েছিল, সেখানে সে সালাত আদায় করেছে, তারপর আল্লাহ তাকে সাত আসমানের উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, উনি যদি একথা বলেন থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তা সত্যি। আমি তো এর চেয়েও আশ্চর্য কথায় বিশ্বাস করি যে তাঁর উপর আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসে।

তায়েফ থেকে ফেরার পর এক রাত্রে মি'রাজের এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে। আল্লাহর ইচ্ছায় জিবরাঈল তাঁকে বুরাক নামে এক বাহনে করে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, সেখানে তিনি সকল নবীদের ইমাম হিসাবে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। তারপর তাঁকে সাত আসমানের উপর নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবী-রাসূলদের সাথে তাঁর দেখা হয়। তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়, তারপর আল্লাহর কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ সেখানে

www.pathagar.com

মুহাম্মাদের উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় ফরজ করে দেন।

পরদিন সূরা বনী ইসরাঈল সকলকে শোনানো হলো, যাতে রয়েছে এই আশ্চর্য ঘটনাটির বর্ণনা—

"পবিত্র সেই সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চতুর্দিককে আমি বরকতময় করেছি - যাতে আমি তাকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাই; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১)

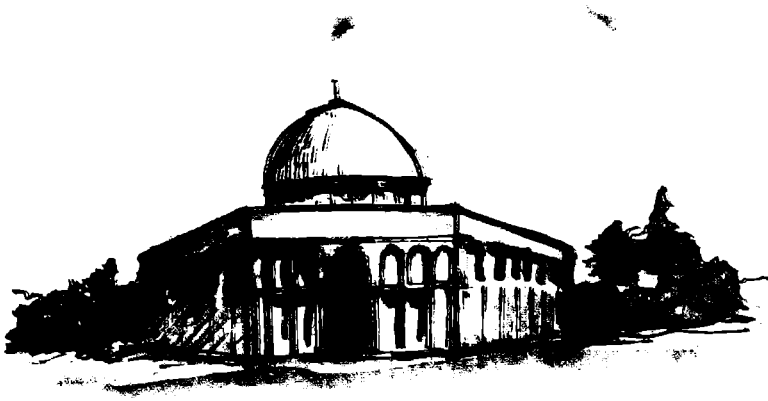

মাসজিদুল আকসা

অনেক মুসলিমও ব্যাপারটি অবিশ্বাস করে কাফির হয়ে গেল। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর সত্যিকার বিশ্বাস রাখে, তারাই এটি সত্যি বলে মানলো। এভাবে আল্লাহ পরীক্ষা করলেন কে সত্যিকার

www.pathagar.com

মুসলিম। মুমিনরা আরও বুঝলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। যে সময়ে আবু তালিব ও খাদিজার অনুপস্থিতি এবং কুরাঈশ ও তায়েফবাসীর অত্যাচার তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, সে সময় আল্লাহ তাঁর শক্তির নিদর্শন দেখিয়ে মুহাম্মাদের(সঃ) মনে শান্তি ও নির্ভরতা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

শব্দার্থ

মিরাজঃ আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদকে(সঃ) সাত আসমানের ওপরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার বিভিন্ন দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, এই ঘটনাকে মিরাজ বলা হয়। এই মিরাজের সময়ই আনুষ্ঠানিকভাবে নবীজীকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়।

বুরাকঃ বুরাক একটি বিশেষ বাহন, এই বাহনে করেই নবীজী মিরাজে গিয়েছিলেন।

জান্নাতঃ প্রতিটি মানুষই মৃত্যুবরণ করবে। যারা পৃথিবীতে আল্লাহর কথামত চলবে, তারা মৃত্যুর পর এমন এক জগতে প্রবেশ করবে যেখানে রয়েছে শুধু সুখ আর শান্তি, সেখানে নেই কোন দুঃখ-কষ্ট কিংবা রোগ-শোক, সেখানে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে, সেখানে রয়েছে অনেক মজাদার খাবার, সুন্দর সুন্দর জায়গা এবং আরও অনেক কিছু। সেখানে মানুষ চিরকাল থাকবে, এই সুখের জীবনের কোন শেষ হবে না। সেখানে মানুষ আরও লাভ করবে আল্লাহর দর্শন ও সন্তুষ্টি। এই জায়গার নামই হচ্ছে জান্নাত। এক কথায় জান্নাত যেন এক স্বপ্নপুরী।

জাহান্নামঃ যারা পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করবে, তাদেরকে মৃত্যুর পর শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে জাহান্নাম নামক স্থানে রাখা হবে। জাহান্নাম হচ্ছে শুধু কষ্ট আর শাস্তির জায়গা। সেখানে পাপীদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে, তাদেরকে খেতে দেয়া হবে কাঁটাগাছ, তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, সেখানে শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

কাফিরঃ মুহাম্মাদ(সঃ)-এঁর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের যে দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন, যারা তা অস্বীকার করে, তাদের কাফির বলা হয়। খ্রীস্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক - এরা সবাই কাফির।

www.pathagar.com

সাওর গিরিগুহা

আকাবা পাহাড়ের চূড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের হালকা আলো। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলোতে তৈরী হয়েছে আলো-আঁধারি। পাহাড়ের নীচে জড়ো হয়েছে প্রায় সত্তরজন মানুষ, এরা সবাই মদীনার লোক। আর রয়েছেন মুহাম্মাদ(সঃ), তাঁর চাচা আব্বাস।

একই জায়গায় দু'বছর আগে মদীনার কিছু লোক রাসূলের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক, হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় এসে রাসূলের সাথে তাঁদের পরিচয় হয়। মদীনার ইহুদীদের সাথে তাদের মৈত্রী চুক্তি ছিল। ইহুদীরা তাওরাতের অনুসারী হিসাবে নিজেদেরকে মুশরিকদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হিসাবে দাবী করতো। তারা বলতো যে, এ যুগের নবীর আসার সময় হয়ে গেছে, তিনি এলে তাঁর সাথে মিলে ইহুদীরা মুশরিকদের ধ্বংস করবে। রাসূলের কথা শুনে খাযরাজ গোত্রের লোকগুলির মনে বিশ্বাস জন্মে যে ইনিই সেই নবী, যাঁর আসার অপেক্ষায় রয়েছে ইহুদীরা। ইহুদীদের আগেই তাঁরা চাইলেন ইসলামের ডাকে সাড়া দিতে; তখনি তাঁরা মুসলিম হয়ে গেলেন এবং ফিরে গিয়ে তাঁদের গোত্রে রাসূলের কথা বললেন। এভাবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো মদীনায়।

www.pathagar.com

পরের বছর বারোজন মদীনাবাসী হজ্জের সময় এসে এই আকাবাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা নবীর কাছে বাইয়াত নিলেন যে তাঁরা কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করবেন না, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার করবেন না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবেন না, সন্তান হত্যা করবেন না এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে রাসূলের বিরোধিতা করবেন না। রাসূল বললেন, এসব শপথ পূর্ণ করলে আল্লাহ তোমাদের জান্নাত দেবেন। তাঁদের সাথে দ্বীন শিক্ষার জন্য নবী মুসআব বিন উমাইরকে পাঠিয়ে দিলেন। মুসআবকে নবী একথাও জানতে বললেন যে মদীনার পরিবেশ ইসলাম প্রচারের জন্য সুবিধাজনক কিনা। তিনি বুঝেছিলেন মক্কায় আর বেশী দিন থাকা যাবে না। তাঁকে এমন কোন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে থেকে মুসলিমরা নিরাপদে ইসলাম পালন ও প্রচার করতে পারবে। মুসআব সেখানে কিছুদিন থাকলেন, মদীনায় ইসলামের প্রচার, প্রসার ও শিক্ষাদানে সাহায্য করলেন। তারপর মক্কায় ফিরে এসে রাসূলকে মদীনার পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাসিন্দাদের প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানালেন। রাসূল বুঝতে পারলেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মদীনা অত্যন্ত অনুকূল। প্রায় প্রতি ঘরেই সেখানে অন্তত একজন মুসলিম পাওয়া যাবে। তাছাড়াও রাসূল ভেবে দেখলেন মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কি কি সুবিধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তারপর ঠিক করলেন, এ ব্যাপারে মদীনাবাসীদের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারা যদি তাঁকে ও মক্কার মুসলিমদের আশ্রয় দেয় ও জানমালের ক্ষতি সহ্য করে এবং সাহায্য ও সমর্থন করে, তবেই মদীনায় মুসলিমদের নতুন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। সেই অনুযায়ী আকাবা পাহাড়ের নীচে মদীনাবাসীদের সাথে তিনি মিলিত হলেন। মুহাম্মাদের(সঃ) চাচা আব্বাস বললেন, ওহে মদীনার অধিবাসীরা, তোমরা কি করতে যাচ্ছ তা ভেবে দেখ, তোমরা একটা বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিতে যাচ্ছ। আমার ভাতিজার অনুসারীরা নানাভাবে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও নিহত হচ্ছে। কিছু সংখ্যক চলে গেছে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। এখন যদি তোমরা আমার ভাতিজাকে আশ্রয় দাও, তোমাদের নিজেদের দেশের লোক ও মক্কাবাসীরা সবাই তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে। সব

www.pathagar.com

বুঝে যদি তোমরা মুহাম্মাদকে রক্ষা করতে তৈরী থাক, তবে শপথ কর। আর যদি তোমাদের দ্বিধা থাকে, সময় থাকতেই এখনি চলে যাও। তাঁরা মুহাম্মাদকে(সঃ) বললেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিতে ও রক্ষা করতে তৈরী, হে আল্লাহর রাসূল।

মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে একজন উঠে বললেন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি তোমাদের এই শপথের পরিণতি কি হবে? সারা আরব তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের সম্পদ, পরিবার, নেতারা শত্রুর হাতে আক্রান্ত হবে, তারপরও যদি তোমরা দৃঢ় থাকতে পার, তবে শপথ নাও। তাতে দুনিয়ায় ও আখিরাতে তোমরা সফল হবে। তা না হলে তোমরা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হবে, আখিরাতেও। তার চেয়ে এই বিরাট দায়িত্ব না নেওয়াই ভাল।

তাঁরা বললেন: এর বিনিময়ে আমরা কি পাব ইয়া রাসূলুল্লাহ?

রাসূল বললেন: জান্নাত।

তাঁরা বললেন: আমরা রাজী।

এটাই আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত। তাঁরা নবীকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়ার ও সবরকমে সাহায্য করার শপথ নিয়ে চুপি চুপি নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেলেন, যেখানে মদীনার লোকেরা অবস্থান করছিলেন।

এ ঘটনা গোপন রইল না। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চিৎকার শোনা গেল, ওহে মক্কাবাসী, সাবধান! মদীনাবাসীরা না জানালেও কুরাঈশরা সবই জেনে গেল। তারা ষড়যন্ত্র করল যাতে মুহাম্মাদ(সঃ) প্রাণ নিয়ে মদীনায় চলে যেতে না পারেন।

কুরাঈশদের পরামর্শ কক্ষ দারুন-নাদওয়ায় সভা বসলো। ঠিক করা হলো, প্রতি গোত্রের একজন করে যুবক থাকবে, তারা একসাথে

www.pathagar.com

মুহাম্মাদকে(সঃ) মেরে ফেলবে। তাহলে আরবের গোত্রগুলোর নিয়মানুযায়ী সবাই মিলে রক্তপণ দেবে, কোন বিশেষ গোত্রকে হত্যার অপরাধে দায়ী করা যাবে না এবং এজন্য কোন যুদ্ধও হবে না। তারা সে রাত্রেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুহাম্মাদের(সঃ) বাড়ী ঘিরে ফেললো।

আল্লাহ তাঁর নবীকে সবকিছু জানিয়ে হুকুম দিলেন সে রাতেই মক্কা ছেড়ে চলে যেতে। নবী আবু বকরকে তৈরী হয়ে তাঁর সাথে যেতে বললেন। আবু বকর আগেই এসময়ের কথা ভেবে দুটি উট তৈরী করে রেখেছিলেন। রাত্রে নবী কুর'আনের আয়াত পড়তে পড়তে কুরাঈশ যুবকদের মাথায় ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

"...এবং আমি তাদের সামনে ও পিছনে আড়াল সৃষ্টি করে দিলাম, আর তাদের দৃষ্টি এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দিলাম যে, তারা আর দেখতে পেল না।" (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৯)

আল্লাহর ইচ্ছায় তারা সে সময় অচেতন হয়ে পড়েছিল, তারা টেরই পেল না যে মুহাম্মাদ(সঃ) কখন তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন।

বের হওয়ার আগে মুহাম্মাদ(সঃ) তাঁর বিছানায় চাচাত ভাই আলীকে শুইয়ে রাখলেন তাঁর চাদরে ঢেকে, যাতে পরে আলী মক্কার লোকদেরকে মুহাম্মাদের(সঃ) কাছে রাখা তাদের গচ্ছিত জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারে। আবু বকরকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন মক্কার অদূরে সাওর নামে গুহায়।

সকালে যুবকেরা আলীকে মুহাম্মাদের(সঃ) বিছানায় পেয়ে অবাক হলো ও রেগে গেল, তারা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। মুহাম্মাদকে(সঃ) ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হলো।

www.pathagar.com

তিনদিন মুহাম্মাদ(সঃ) ও আবু বকর ঐ গুহায় রইলেন। রাত্রে আবু বকরের ছেলে খাবার নিয়ে গুহায় আসতেন, মক্কার খবর দিতেন। আবু বকরের রাখাল ভেড়ার পাল নিয়ে আসতো, তাঁরা সেই ভেড়ার দুধ খেতেন। তারপর আবু বকরের ছেলে চলে গেলে তার পিছনে পিছনে ভেড়ার পাল নিয়ে রাখাল চলে যেত, সব পায়ের দাগ মুছে দিয়ে।

একদিন খুঁজতে খুঁজতে কুরাঈশরা গুহার খুব কাছে এসে পড়লো। নীচে তাকালেই তারা দেখে ফেলবে দুজনকে। আবু বকর চিন্তায় অস্থির হয়ে বললেন, আমাদের কিইবা করার আছে, আমরা মাত্র দুজন।

গুহামুখ

রাসূল(সঃ) বললেনঃ না, তুমি ভুল বলেছ, আমরা তিনজন, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সত্যিই তারা তাঁদেরকে খুঁজে পেল না। ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে তাদের পদশব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। তারপর তাঁরা উটে চড়ে একজন বিশ্বস্ত পথ প্রদর্শক নিয়ে চললেন মদীনার পথে।

শব্দার্থ

মদীনা: আরবের একটি শহর।

ইহুদী: ইহুদীরা হচ্ছে নবী ইয়াকুবের(আঃ) বংশধর এক জাতি। তাদেরকে বনী ইসরাঈলও বলা হয়। ইহুদীদের কাছে আল্লাহ বহু নবী পাঠিয়েছেন। তারা সকল নবীকে স্বীকার করলেও ঈসা(আঃ) ও মুহাম্মাদকে(সঃ) অস্বীকার করে। ইহুদীরা মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইহুদীদের বিভিন্ন অন্যায় পাপাচারের কারণে কুর'আনে আল্লাহ পাক তাদেরকে কঠিন ধমক দিয়েছেন এবং অভিশপ্ত জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তাওরাত: তাওরাত হচ্ছে নবী মূসার(আঃ) ওপর নাযিলকৃত ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থ ইহুদী জাতির ওপর নাযিল হয়েছিল। কিন্তু তারা তাওরাতকে বিকৃত করে ফেলেছে। বর্তমানে ইহুদী জাতি 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' নামক যে গ্রন্থের অনুসরণ করে তা মূল তাওরাত নয়, বরং এতে প্রচুর মানুষের মনগড়া কথা ঢুকে পড়েছে।

মুশরিক: যে শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়।

বাইয়াত: আনুগত্যের শপথ। কারও হাতে বাইয়াত নেয়া অর্থ হচ্ছে এই অঙ্গীকার নেয়া যে তার আনুগত্য করা হবে।

আখিরাত: মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষ একটা নতুন জগতে প্রবেশ করবে, এই জগতটি হচ্ছে আখিরাত। আখিরাতে আল্লাহ মানুষের কাজকর্মের হিসাব নেবেন, তিনি দেখবেন কে বেশী ভাল কাজ করেছে ও তাঁর আনুগত্য করেছে, আর কে মন্দ কাজ করেছে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে। তারপর সৎকর্মশীলদেরকে তিনি জান্নাত দান করবেন আর পাপীদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেবেন।

www.pathagar.com

মদীনা

মদীনার কাছেই কুবা শহর। প্রতিদিন ভোরে সেখানে মুসলিমরা এসে জড়ো হতো, তাকিয়ে থাকত দিগন্তের দিকে, নবীর আসার অপেক্ষায়। তারপর যখন মরুর সূর্য প্রখর হয়ে উঠতো, তারা একে একে ফিরে যেত ঘরে।

একদিন খেজুর গাছে চড়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক ইহুদী চিৎকার করে উঠলো, হে মদীনাবাসীরা, তোমাদের সৌভাগ্য এসে গেছে।

সবাই ছুটে এলো, দূরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কোথায় তাঁরা। ধীরে ধীরে কালো বিন্দুর মত মানুষগুলো স্পষ্ট হলো, দেখা গেল 'কাসওয়া' উটের পিঠে চড়ে আসছেন নবী। সবাই তাঁকে সালাম জানালো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দফ বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চললো তাঁর সাথে।

সেখানে তিনি তিনদিন থাকলেন। তৈরী হলো খেজুর পাতার মসজিদ, প্রথম মসজিদ, নাম তার মসজিদে কুবা। মসজিদ তৈরীর সময় সকলে এই গান গাইত— যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে এবং উঠতে বসতে কুর'আন পাঠ করে ও রাত্রে জাগ্রত থাকে, সে কৃতকার্য।

www.pathagar.com

সেখানে এক জমায়েতে তিনি বললেন: লোক সকল! ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন কর। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, মানুষ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে, তখন উঠে সালাত আদায় কর, শান্তির সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

তারপর কাসওয়ার পিঠে চড়ে চললেন মদীনায়। প্রতিটি মহল্লার লোকজন আনন্দের সাথে তাঁকে গ্রহণ করল, সবাই চাইলো নবীকে তাদের সাথেই রাখতে। কিন্তু তিনি বললেন, কাসওয়াকে তার মত চলতে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত।

অবশেষে উটটি থামলো এক খণ্ড জমিতে, যার মালিক ছিল এতিম দুই ভাই। পাশেই ছিল আবু আইয়ুব আনসারীর ঘর। নবী সেখানেই থাকতে লাগলেন। এতিম ভাইদের জমি কিনে সেখানে মসজিদ তৈরী শুরু হলো। মদীনাবাসী আনসার ও মক্কা থেকে হিজরত করে আসা মুহাজিররা সকলে মিলে উৎসাহের সাথে খেজুর গাছের কাণ্ড, পাতা এসব দিয়ে তৈরী করলেন নতুন এক মসজিদ, মসজিদে নববী। নবী নিজেও তাদের সাথে মিলে কাজ করলেন। মসজিদের সাথেই তৈরী হলো নবীর জন্য ঘর। এই মসজিদকে ঘিরে গড়ে উঠলো নতুন শহর—নবীর শহর—মদীনাতুন নবী।

মদীনার আগের নাম ছিল ইয়াসরিব, এখন থেকে তা পরিচিত হলো মদীনা নামে। এখানকার লোকেরা কৃষিকাজ করতো, মদীনার খেজুর ছিল বিখ্যাত। আশেপাশে কয়েকটি ইহুদী গোত্র বাস করতো। তারা দক্ষ যোদ্ধা ছিল।

মক্কা থেকে যাঁরা হিজরত করে এসেছিলেন, তাঁরা সেখানে তাঁদের ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ফেলে নিঃস্ব অবস্থায় মদীনায় এসেছিলেন। তাঁদের থাকা-খাওয়া ও কাজের ব্যবস্থা করা ছিল মদীনায় নবীর একটি জরুরী কাজ। এই সমস্যাটি তিনি এমনভাবে সমাধান করেন যার তুলনা দুনিয়াতে নেই। তিনি একজন করে মুহাজির ও একজন

www.pathagar.com

আনসারের মাঝে ভাই-ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। প্রত্যেক আনসার খুশী মনে তাঁর মুহাজির ভাইকে ঘরে নিয়ে গেলেন, তাঁর সাথে নিজের ধন-সম্পদ ভাগ করে নিলেন। এভাবে বড় একটি সমস্যার সমাধানের সাথে সাথে মুসলিমদের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠলো। মুহাজিররা ব্যবসা ও পশুপালন জানতেন। তাঁরা কৃষিকাজ পারতেন না। ছোট খাট ব্যবসা করে তাঁরা চলতে লাগলেন। যদিও আনসাররা তাঁদের সব রকমে সাহায্য করতেন, তবুও তাঁরা কাজ না করে বসে থাকতেন না।

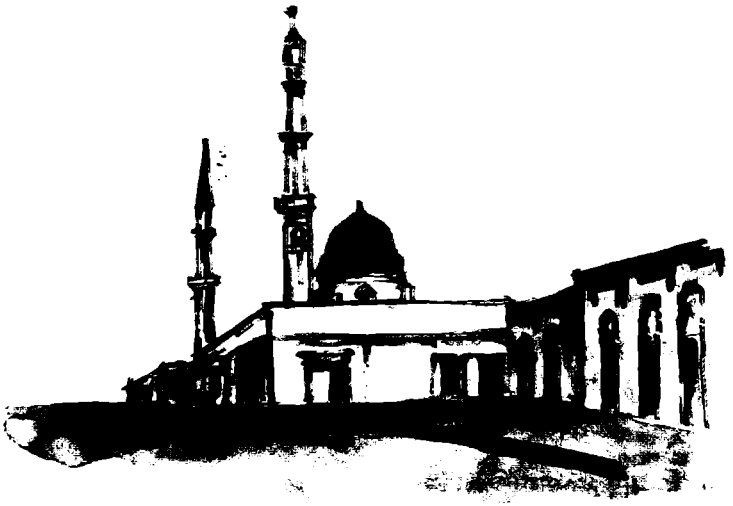

মসজিদে নববী

মসজিদের আশেপাশের ঘরগুলোতে নবীর পরিবার বাস করতেন। মসজিদে নববীর সংলগ্ন চালায় বাস করতেন কয়েকজন গরীব মুহাজির। নবী যা খাবার পেতেন, তাদের সাথে ভাগ করে খেতেন। কখনো আনসাররা তাদের ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। এই গরীব মুহাজিরদের বলা হতো আসহাবে সুফফা। এঁরা সারাক্ষণ

www.pathagar.com

নবীর সাথে থেকে কুর'আন শিখতেন, নানা বিষয়ে নবীর কাছ থেকে জেনে নিতেন, পরে তা অন্যদের শিখাতেন।

এভাবে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতার এক অসাধারণ উদাহরণ তৈরী করলেন আনসার ও মুহাজিররা। আনসারদের দুটি গোত্রের মধ্যে বহুকাল থেকে শত্রুতা চলছিল, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তাদের ভিতর থেকে সেই শত্রুতা শেষ হয়ে গেল, ইসলাম তাদের জীবনে শান্তি এনে দিল।

মদীনার কাছাকাছি ইহুদীদের তিনটি গোত্র ছিল। তারা আনসারদের সুদে টাকা ধার দিত, তাদের মাঝে ব্যবসা করত, তাদের কলহ-বিবাদে নিজেরাও অংশ নিত ও তা থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করত। তারা সবসময়ই এদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইত। নবী প্রথমেই তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন যাতে বাইরের শত্রু মদীনা আক্রমণ করলে সবাই মিলে তা প্রতিরোধ করা যায়। তিনি মদীনার অমুসলিম অধিবাসীদের সাথেও চুক্তি করেন। এভাবে মদীনায় একটি ছোট মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। আল্লাহর হুকুম মত এই রাষ্ট্রের কাজকর্ম চলতে থাকে। প্রতিদিন পাঁচবার মদীনার ছেলে, বুড়ো, মহিলা সবাই আসত মসজিদে সালাত আদায় করতে, শুক্রবার দিন জুমার সালাত আদায় করতে। সবাই নবীর কাছ থেকে কুর'আন শিখত, আর আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তৈরী হয়ে যেত।

মদীনার আবহাওয়ায় আবু বকর সহ আরও অনেকেই জ্বরে ভুগলেন। বারে-বারেই জন্মভূমি মক্কার স্মৃতি তাঁদের মনে পড়ত। রাসূল (সাঃ) তাঁদের সুস্থতার জন্য ও মদীনার প্রতি তাঁদের মমতা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে।

কুরাঈশরা কিন্তু রাসূলের হিজরতের পর চুপচাপ বসে রইল না। তারা মক্কায় থেকে যাওয়া অবশিষ্ট অসহায় মুসলিমদের উপর অত্যাচার করতো। তাছাড়া মাঝে মাঝে মদীনার আশেপাশে এসে লুটপাট

www.pathagar.com

চালাতো। তারা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে এবং মুসলিমদের শক্তি সঞ্চয় করতে দেখে চিন্তিত হলো। তারা গোপনে মদীনার ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করল যাতে সকলে মিলে এই ছোট মুসলিম রাষ্ট্রটিকে আর বিস্তার লাভ করতে না দিয়ে শেষ করে ফেলা যায়।

মুহাম্মাদও(সঃ) সতর্ক ছিলেন। তিনি জানতেন যে কুরাঈশদের সম্পদের মূল উৎস হচ্ছে ইয়েমেন ও সিরিয়ার সাথে তাদের ব্যবসা। এই ব্যবসার জন্য তারা যে পথে যাতায়াত করতো, সে পথের আশেপাশে বহু বেদুইন গোত্র বাস করত। সে সব গোত্রে বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে তিনি তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করলেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন যাতে তারা তাঁর বিরুদ্ধে কুরাঈশদের সাহায্য না করে। অনেক গোত্র মুসলিম হলো। মাঝে মাঝে কুরাঈশদের ছোট ছোট কাফেলার উপর হামলা চালাতেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে তাদের বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা এখন মুসলিমদের হাতে। ফলে তাদের আয় কমে যাবার সাথে সাথে তারা মুসলিম শক্তিকেও ভয় পাবে, তাদের বিরুদ্ধে যা খুশী করতে পারবে না।

একদিন নবী বসে আছেন মসজিদে। এমন সময় আমর ইবনে জাহশ এলেন, তাঁর সাথে কিছু বন্দী ও মালপত্র। তিনি নবীর আদেশে একটি ছোট অভিযানে গিয়েছিলেন। নবী জানতে চাইলেন কোথা থেকে এসব বন্দী ও মালপত্র এলো?

আমর বললেন, আমরা কুরাঈশদের একটি ছোট কাফেলার সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। নিষিদ্ধ মাস বলে আমরা যুদ্ধ করতে চাইনি, অথচ কাফেলাটিকে ছেড়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। আমরা পরামর্শ করে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাদের একজন মারা গেছে, আর বাকীদের বন্দী করেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এই বন্দীদের ও তাদের মালপত্র গ্রহণ করুন।

www.pathagar.com

নবী বললেন, আমি তোমাকে এ কাজ করতে বলিনি। এসবের কিছুই আমি নেব না।

নবী তাদের এ কাজ পছন্দ করলেন না, কারণ তিনি এর হুকুম করেননি এবং আরবে নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাত করার জন্য সবাই তাঁকে দোষারোপ করবে। কয়েকটি বিশেষ মাসে আরবের লোকেরা যুদ্ধ করত না। এগুলোই নিষিদ্ধ মাস।

পরে আল্লাহ কুর'আনের আয়াত নাযিল করলেন। তাতে বললেন যে যদিও নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাত খারাপ, তার চেয়েও খারাপ হলো মুসলিমদের উপর কুরাঈশদের অত্যাচার। তখন সকলে সান্ত্বনা পেল।

এই ঘটনাটি কুরাঈশদের খুবই উত্তেজিত করে। তারা নিহত ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করতে থাকে।

কিছুদিন পর শুরু হলো রমজান মাস। নবী খবর পেলেন যে, আবু সুফিয়ানের এক বিরাট বাণিজ্য-কাফেলা প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে মক্কায় ফিরছে। এ সম্পদ মূলত মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই ব্যবহার করা হবে। তিনি তাঁর সাহাবীদের খবরটি জানালেন। সকলেই কাফেলা আক্রমণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করলেন।

মক্কার কুরাঈশরা আবু সুফিয়ানের দূতের মুখে কাফেলা আক্রমণের খবর পেয়ে সাথে সাথে এক হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী তৈরী করে বেরিয়ে পড়ল। কাফেলা বাঁচানো ছাড়াও তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিহত ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া এবং ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রটিকে এই সুযোগে ধ্বংস করে দেওয়া।

নবী সেনাবাহিনীর আসার খবরও জানলেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে ওহী পাঠিয়ে ওয়াদা করলেন যে এই দুটি দলের একটি অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের কাফেলা বা মক্কার সেনাবাহিনী — মুসলিমদের হস্তগত

www.pathagar.com

হবে। নবী ৩১৩ জনের ছোট একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। তাঁদের সাথে মাত্র দু'টি উট ছিল, অস্ত্রও অল্প ছিল, খাবারও খুব সামান্য ছিল।

অবশেষে বদর প্রান্তরে দুটি বাহিনী মুখোমুখি হলো। কাফেলা অন্য পথ ধরে নিরাপদে মক্কায় চলে গেল।

শব্দার্থ

দফ: ঢোল জাতীয় এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।
আনসার: সেইসব মদীনাবাসী যারা মক্কা ত্যাগ করে আসা মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল।
মুহাজির: যে মক্কাবাসীরা মক্কা ত্যাগ করে এসে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারা হচ্ছে মুহাজির।

www.pathagar.com

বদর

মদীনা থেকে কিছু দূরে বদর প্রান্তর। এখানে মুখোমুখি তাঁবু ফেলেছে দুই বাহিনী, কুরাঈশদের এক হাজার সৈন্যের বাহিনী আর মুসলিমদের ৩১৩ জনের ছোট্ট বাহিনী।

ভোরের সূর্য উঠেছে, ফজরের নামাজ পড়ে মুসলিম বাহিনী তৈরী হয়েছে যুদ্ধের জন্য। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, মুসলিমরা তাদের ছাউনীতে পানি ধরে রেখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবার সুযোগ পেয়েছিল। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে এমন এক শান্তভাব এনে দিয়েছিলেন যে তারা সারারাত ভাল ভাবে ঘুমিয়েছে। অন্যদিকে কুরাঈশদের ছাউনীর জায়গা বৃষ্টির জন্য স্যাঁতসেঁতে হয়ে ছিল, তাদের চলাফেরায় অসুবিধা হচ্ছিল, পানির কূয়াগুলোও দূরে থাকায় তারা ঠিকমত পানি পায়নি।

নবীর জন্য মুসলিমরা খেজুর পাতা আর চাদরে ঘিরে দিয়েছে ছোট্ট একটু জায়গা। সেখানে তিনি সালাতে মগ্ন। দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন: হে আল্লাহ, এই কুরাঈশরা, যারা তোমার নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, মুসলিমদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে, আজ তারা অহঙ্কারের সাথে দাঁড়িয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে। আজ যদি তোমার এই সামান্যসংখ্যক বান্দা শেষ হয়ে যায়, তোমার ইবাদত করার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

www.pathagar.com

এ সময় আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে সুসংবাদ দিলেন সাহায্য ও বিজয়ের। নবী সকলকে তা জানিয়ে সবার ঈমান ও সাহস বাড়িয়ে দিলেন।

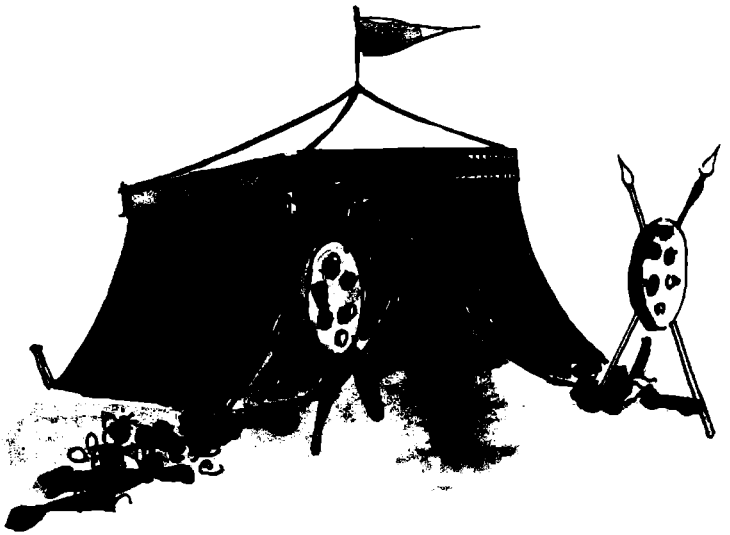

তাবু

যুদ্ধ শুরু হলো। দু'পক্ষের যোদ্ধারা সারি বেঁধে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। একই বংশের একই পরিবারের লোকজন মুখোমুখি; কেউ চায় আল্লাহর হুকুমকে বিজয়ী করতে, কেউ চায় তার সব চিহ্ন মুছে দিতে।

মুহাম্মাদ(সঃ) নিজে যুদ্ধে পরিচালনা করলেন। পদাতিক সৈন্যের পিছনে তীরন্দাজ সৈন্যদের সারি বেঁধে দাঁড় করালেন। প্রথমেই তিনি একমুঠি ধূলা নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন শত্রুর দিকে। আল্লাহর ইচ্ছায় তা শত্রুসৈন্যের প্রত্যেকের চোখে পড়ল। আর আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা পাঠালেন, যা তিনি ওয়াদা করেছিলেন। কুরাঈশ পক্ষে প্রথম যুদ্ধে নামে সেনাপতি ওতবা, ওয়ালিদ ও শায়বা।

www.pathagar.com

আর মুসলিম পক্ষে আলী, হামজা ও উবাইদা। কুরাঈশদের তিন দলপতিই নিহত হলো। উবায়দা গুরুতর আহত হলেন ও শাহাদাত লাভ করলেন। দলপতিরা নিহত হওয়ায় কুরাঈশরা মনোবল হারিয়ে ফেলল। তাছাড়া তাদের ভিতর প্রাচীন প্রথা অনুসারে নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা বেশী কাজ করছিল। খুব সহজেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আর মুসলিমরা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আল্লাহর দ্বীনকে জয়ী করার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন, তাঁরা জানতেন যুদ্ধে শহীদ হলে তাঁরা জান্নাত পাবেন।

যুদ্ধের ছবি

অবশেষে আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমরা বিজয়ী হলেন। প্রচুর মাল-সামানও তারা পেলেন। মুসলিম শহীদদের দাফন করা হলো সম্মানের সাথে।

www.pathagar.com

শব্দার্থ

ঈমান: ঈমান বলতে বোঝায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তাঁর নবী-রাসূল, তাঁর নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহ, ফেরেশতামন্ডলী, আখিরাত এবং ভাগ্যের ভাল ও মন্দ নির্ধারণে বিশ্বাস করা।

শাহাদাত: কোন মুসলিম যখন আল্লাহর জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেয় তখন সে আল্লাহর কাছে এক বড় মর্যাদা লাভ করে, ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দেয়াকে শাহাদাত বলা হয়। আর যিনি প্রাণ দেন তাঁকে বলা হয় শহীদ। শহীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।

www.pathagar.com

ওহুদ

বদরের যুদ্ধের বিপর্যয় কুরাঈশদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও শোকের ব্যাপার হলো। তারা এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগলো।

আর এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মুসলিমদের মনোবল যেমন বাড়লো, তেমনি তারা আরবদের কাছে সম্মানের আসন পেল। ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে কুরাঈশরা নতুন ভাবে ভাবতে লাগল। যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে মদীনায় আসার পর রাসূল(সঃ) সাহাবাদের বললেন, আমরা এদের নিয়ে কি করতে পারি?

আবু বকর বললেন, এদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়। ওমর বললেন, না, আমাদের উচিত এদের হত্যা করা। এরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরাট শত্রু এবং আমাদেরই আত্মীয়-পরিজন। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের যার যার আত্মীয়কে নিজে হত্যা করা উচিত যাতে এই মুশরিকদের শক্তি গুঁড়িয়ে যায়।

কিন্তু রাসূল(সঃ) একথা মানলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয় মানুষ। তিনি মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে বললেন।

www.pathagar.com

বন্দীদের ভাগ করে বিভিন্ন জনের বাড়িতে রাখা হলো। মুসলিমদের ব্যবহারে বন্দীরা খুব অবাক হলো। খাবারের অভাব ছিল, তবু বন্দীদের দুবেলা পেট ভরে রুটি ও খেজুর খেতে দেওয়া হতো, আর তারা নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে থাকত। কোনভাবে কোন অত্যাচার তো করা হতোই না।

প্রায় সকল বন্দীই মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়ে গেল। রাসূলের(সঃ) চাচা আব্বাসও এদের মাঝে ছিলেন। তিনজন বন্দী আবেদন জানাল তাদের মুক্তিপণ দেওয়ার মত কোন সম্পদ নেই। রাসূল(সঃ) তাদের বললেন, তোমরা কি লেখাপড়া জান?

তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, তাহলে তোমরা প্রত্যেকে মদীনার দশজন করে বাচ্চাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও। এটাই হবে তোমাদের মুক্তিপণ।

এই আশ্চর্য মুক্তিপণ মদীনার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিল, তাছাড়া রাসূলের(সঃ) উদারতায় মুগ্ধ হয়ে বহু মানুষের মনে ইসলামের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হলো। এদের অনেকেই পরে ইসলাম গ্রহণ করল।

মদীনার আশেপাশে তিনটি ইহুদী গোত্র ছিল, বনু নাযীর, বনু কুরাইযা ও বনু কাইনুকা। তাদের সাথে মুসলিমদের চুক্তি ছিল যে তারা বাইরের শত্রু মদীনা আক্রমণ করলে মুসলিমদের সাহায্য করবে, মুসলিমদের সাথে মিলে মিশে থাকবে, তাদের পূর্বের মিত্র আনসারদের সাথে মিত্রতার সব শর্ত মেনে চলবে। বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পর রাসূল(সঃ) একজন লোকের অন্যায় হত্যার ব্যাপারে রক্তপণ আদায়ে সাহায্যের জন্য হত্যাকারীর মিত্র বনু নাযীরের কাছে গেলেন। যখন তিনি একটি ঘরের দেয়ালের পাশে বসে কথা বলছিলেন, ইহুদীরা তখন ফন্দি আঁটল যে সেই বাড়ির ছাদ থেকে পাথর মেরে তাঁকে হত্যা করবে। আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে খবরটি

www.pathagar.com

তাঁকে জানিয়ে দেন, তিনি সেখান থেকে উঠে চলে যান। এভাবে তারা তাঁর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে। ইহুদীদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাতে শেষ নবী আসার কথা স্পষ্ট ভাবে লেখা ছিল। এই ইহুদী গোত্রগুলো শেষ নবীর আসার অপেক্ষায় মদীনার আশেপাশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের ধারণা ছিল নবী তাদের মধ্য থেকেই হবেন। কিন্তু যখন আরব গোত্র থেকে মুহাম্মাদকে(সঃ) আল্লাহ নবী হিসাবে মনোনীত করলেন, হিংসায় তারা সেটা মানতে পারল না। তারা তাঁকে সত্য নবী জেনেও তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল।

চুক্তি ভঙ্গের দায়ে নবীজী বনু নাযীরকে তাদের সব ধনসম্পদ নিয়ে চলে যেতে বললেন সেখানে থেকে। আনসারদের আউস গোত্রের গোত্রপতি আবদুল্লাহ ইবন উবাই তাদের মিত্র। সে মুসলিম হলেও গোপনে তাদের সাহায্যের আশ্বাস দিল। ফলে তারা গেল না। দুর্গের ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অবস্থান করতে লাগল। রাসূল(সঃ) দুর্গ অবরোধ করলেন। কেউ তাদের সাহায্য করতে এলো না, তাদের ইহুদী স্বজাতিরা বা মিত্ররা, কেউ না। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করল। রাসূল(সঃ) তখনকার রীতি অনুযায়ী তাদের হত্যা করলেন না, বরং তাদেরকে চলে যেতে দিলেন।

এমনিভাবে বদর যুদ্ধের পর কেটে গেল এক বছর। রাসূল(সঃ) খবর পেলেন যে মক্কার কুরাঈশরা মদীনা আক্রমণ করবে। তিনি আনসার, মুহাজির ও মদীনার সকল অধিবাসীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন, কিভাবে মদীনাকে রক্ষা ও যুদ্ধ জয় করা যায়। মদীনার তিনদিকে পাহাড় ও খেজুর বাগান, একদিক খোলা। আক্রমণ সেদিক থেকেই হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সহ আরও কয়েকজন বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোক পরামর্শ দিলেন, মদীনায় হামলার সময় আমরা কখনো শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করিনি। শহরের রাস্তায় রাস্তায়, অলিগলিতে, বাড়ির ছাদের

www.pathagar.com

উপর থেকে তীর ও পাথর ছুঁড়ে আমরা যুদ্ধ করেছি। ফলে কেউ কখনো মদীনা জয় করতে পারেনি। এবারও তাই করা হোক।

অন্যেরা বললেন, আমরা ঘরে বসে আত্মরক্ষার কৌশল নেব না, বরং বাইরে গিয়ে আমরা সত্যিকার যুদ্ধ করতে চাই বীরের মত।

অনেক সাহাবীই বদর যুদ্ধে অংশ নেননি, তাঁরা যুদ্ধে যাবার জন্য উৎসাহী ছিলেন, তাছাড়া বিজয় সম্পর্কে তাঁদের মনে আশাও ছিল। রাসূলের ইচ্ছা ছিল মদীনায় থেকে যুদ্ধ করা, তবু তিনি অধিকাংশ সাহাবীদের মত মেনে নিয়ে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যখন তিনি বর্ম পরে অস্ত্র হাতে বাইরে এলেন, অনেক সাহাবীই ভাবলেন, হয়তো রাসূলের অমতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটা কি ঠিক হলো?

তারা বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা বোধহয় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ দেখিয়ে ফেলেছি, বরং আমরা মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করবো।

রাসূল(সঃ) বললেনঃ আল্লাহর নবীর জন্য এটা মানায় না যে তিনি যুদ্ধের জন্য বর্ম পরে তা আবার খুলে ফেলবেন।

তিনি মুসআবের কাছে তাঁর পতাকা দিলেন, ঘোড়ায় চড়লেন এবং বাহিনী নিয়ে বের হলেন।

মদীনার বাইরে খাড়া ও গাছপালাহীন ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে নবী তাঁর সৈন্য সমাবেশ করলেন। সৈন্যদের তিনি পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে সাজালেন। আর কয়েকজন বাছা বাছা তীরন্দাজকে পিছনে পাহাড়ের উপরে গিরিপথ পাহারা দিতে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, পেছন দিকে খেয়াল রাখো, কেউ যেন পাহাড় বেয়ে

www.pathagar.com

ওদিক দিয়ে আসতে না পারে। যাই ঘটুক না কেন, জায়গা ছেড়ে নড়বে না।

উহুদ পাহাড়

অপরদিকে কুরাঈশ বাহিনী বাদ্যযন্ত্র, রণসঙ্গীত গাইতে থাকা মহিলাকুল, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে খুব জাঁকজমকের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল।

মক্কার যোদ্ধাদের সারি থেকে পতাকাবাহী লোকটি বেরিয়ে আসতেই আলীর তলোয়ার ঝলসে উঠলো, তার মাথাটি গড়িয়ে গেল বালিতে। ছুটে এল আরও যোদ্ধা। মুসলিম যোদ্ধারাও আল্লাহু আকবার বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে কুরাঈশরা দুইভাগে ভাগ হয়ে পিছিয়ে গেল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। বিজয়ের সম্ভাবনা দেখে মুসলিম সৈন্যরা কুরাঈশদের ফেলে যাওয়া মাল-পত্র তুলে নিতে লাগলো।

www.pathagar.com

পাহাড়ের উপর থেকে তীরন্দাজ সৈন্যরা কুরাঈশদের পিছু হটা এবং মুসলিমদের তাদের মালপত্র কুড়িয়ে নেওয়া সবই দেখতে পাচ্ছিল। তাদের অধিকাংশই যুদ্ধ শেষ মনে করে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়ে জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন।

কুরাঈশ বাহিনীর খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন খুবই কুশলী ও বীর যোদ্ধা। তীরন্দাজ সৈন্যদের দিকে তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন। যখন তিনি বুঝলেন যে তারা অল্প কয়েকজনই সেখানে রয়েছে এবং পেছন দিক দিয়ে মুসলিম বাহিনী অরক্ষিত রয়েছে, তিনি ঘুরে গিয়ে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। পালাতে পালাতে কুরাঈশ বাহিনী আবার সমবেত হয়ে আক্রমণ চালালো। মুসলিম বাহিনী এলোমেলো হয়ে পড়লো। একজন কুরাঈশ মুসআবকে হত্যা করে চিৎকার করে উঠলো, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। ফলে বহু মুসলিম হতাশ হয়ে তাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিলেন। কেউ কেউ প্রাণপণে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনীকে জড়ো করতে রাসূল(সঃ) উচ্চস্বরে ডাকলেন, আমি আল্লাহর রাসূল, ফিরে এসো। কিন্তু দূর থেকে তারা তাঁর ডাক শুনতে পেলেন না।

এক পর্যায়ে মুহাম্মাদের(সঃ) উপরও কুরাঈশরা প্রচণ্ড হামলা করল। তাঁর মুখে আঘাত লেগে দাঁত ভেঙ্গে গেল, রক্তে শিরস্ত্রাণ ভিজে গেল। অল্প কয়েকজন বীর সাহাবী, তালহা, ওমর, আলী, আবু বকর এবং আরও কয়েকজন শুধু তাঁর চারপাশে তাঁকে রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। একসময় তারা তাঁকে নিরাপদে পাহাড়ের পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

আবু সুফিয়ান এই বিজয়ে খুশী হয়ে চিৎকার করে বলল, আজ বদরের প্রতিশোধ। জয় হোক হুবালের। পাথরের আড়াল থেকে ওমর বললেন, আমাদের মৃতরা জান্নাতে যাবে আর তোমাদের মৃতরা

www.pathagar.com

জাহান্নামে। আবু সুফিয়ান বলল, আমরা কি মুহাম্মাদকে(সঃ) হত্যা করেছি?

আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ বেঁচে আছেন। তিনি তোমাদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন। পরের বছর আমরা আবার বদরে তোমাদের সাথে দেখা করবো, বলল আবু সুফিয়ান।

ওহুদের প্রান্তরে হামযা সহ আরও ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।

নবীজীর কন্যা ফাতিমা চাটাই পুড়িয়ে ছাই দিয়ে তাঁর রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। ক্লান্ত দেহে সকলে মদীনায় ফিরলেন। সকলেই শুনতে পাচ্ছিলেন শহীদদের জন্য তাদের পরিবারের নারী ও শিশুদের কান্না। রাসূল(সঃ) বললেন, বীর হামযার জন্য শোক করার কেউ নেই।

তাঁর কথা শুনে মদীনার মহিলারা নিজেদের শোক ভুলে এগিয়ে এলেন। তাঁরা হামযার ত্যাগ, কষ্ট ও বীরত্বের কথা মনে করে কাঁদলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। রাসূল(সঃ) খুশী হলেন, বললেন, তোমরা আমার চাচার জন্য যে সমবেদনা দেখিয়েছো, সেজন্য আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন।

পরদিন আহত ওহুদ যোদ্ধাদের নিয়ে রাসূল(সঃ) কুরাঈশদের পেছনে পেছনে কিছুদূর গেলেন, পাছে আবার তারা তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে আবার আক্রমণ করে বসে। তিনি তাঁর লোকদের বললেন বহু দূরে দূরে এক একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে, যাতে মনে হয় যে বিরাট এক সেনাদল সেখানে ছাউনী ফেলেছে।

এই কৌশল কার্যকর হলো। আবু সুফিয়ানের মনে আবার মদীনা আক্রমণের কথা মনে হলেও এই বিরাট সেনাদলের সম্মুখীন হতে সে ভয় পেল। সে ফিরে গেল।

www.pathagar.com

মদীনায় ফেরার পর যুদ্ধের পর্যালোচনা করে মুসলিমরা তাদের ভুল বুঝতে পারল, বিজয়ের মুহূর্তে দলপতির নির্দেশ অমান্য করে সম্পদের আকর্ষণে জায়গা ছেড়ে যাওয়াতে তাদের নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে পরিণত হলো। অথচ মুসলিমদের যুদ্ধ হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে খুশী করার জন্য, আল্লাহর বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য, সম্পদের লোভে নয়। তাছাড়া নবী আহত বা নিহত হলেও মুসলিমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে যাবে, এটাই তাদের কর্তব্য, আর আল্লাহ দেখবেন কর্তব্য পালনে কে কতখানি দৃঢ়।

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন যখন তোমরা তাদেরকে খতম করছিলে তাঁরই অনুমতিক্রমে। তারপর তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করলে, আর তোমরা যা ভালবাস, তা তোমাদেরকে দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের মধ্যে কতক দুনিয়া কামনা করছিলে আর কতক কামনা করছিলে আখিরাত। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে পালাতে বাধ্য করলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ তো মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫২)

"তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা জিহাদ করেছে আর যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে প্রকাশ করেননি?" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪২)

শব্দার্থ

রক্তপণ: কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তি হত্যা করলে এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে মৃতের পরিবারকে যে অর্থ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

খন্দক

পরের বছর প্রচণ্ড খরার জন্য আবু সুফিয়ান বদরে আসতে পারলো না। মুহাম্মাদ(সঃ) ১৫০০ যোদ্ধা নিয়ে তিনদিন সেখানে অপেক্ষা করলেন, তারপর ফিরে গেলেন মদীনায়।

কিন্তু আবু সুফিয়ান বসে ছিল না। সে বুঝেছিল যে, এই মুসলিম শক্তিকে যদি সকলে মিলে এখনই শেষ করা না যায়, তাহলে মুসলিমদের প্রাধান্য সারা আরবে ছড়িয়ে যাবে। বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, মদীনার ছোট মুসলিম রাষ্ট্রটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আবু সুফিয়ান দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করল। আরবের বিভিন্ন শক্তিশালী গোত্রও তার সাথে একত্রে যুদ্ধ করতে রাজী হলো। মদীনার ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ করা হল।

আবু সুফিয়ানের যুদ্ধ-প্রস্তুতির খবর পেয়ে মদীনায় পরামর্শ সভা বসেছে।

ওমর বললেন, মদীনার পূর্বদিকে ও পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে লাভার পাহাড়, কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে খেজুর বাগান, আর উত্তর দিকটাই কেবল আক্রমণের জন্য খোলা। কিভাবে শহরকে সে দিকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায় আমাদেরকে সে চিন্তাই করতে হবে। সকলে ভাবছেন, তখন সাহাবী সালমান আল ফারসী বললেন, আমার

www.pathagar.com

দেশে, পারস্যে, প্রায়ই শহরগুলো অবরোধ করা হতো। তখন শহরের চারিদিকে গভীর পরিখা খুঁড়ে রাখা হতো, যাতে শত্রু শহরে ঢুকতে না পারে। এখানেও এই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পরিখা

সকলে খুশীর সাথে তাকে সমর্থন করলেন। আরবের লোকেরা মুখোমুখি যুদ্ধ করতেই অভ্যস্ত। এ ধরনের কৌশল তাদের অজানা।

রাসূলের নির্দেশে পরিখা খোঁড়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। তিনি মুসলিমদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক এক দলকে নির্দিষ্ট অংশ খোঁড়ার ভার দিলেন। রাসূল(সঃ) সহ সকলে মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে পরিশ্রম করতেন, কতদিন তাঁদের না খেয়েই কাটত, পেটে পাথর বেঁধে কোমর সোজা রাখতেন তারা, তবু কাজ করে যেতেন। এর মাঝেও তাঁরা গান গাইতেন, রাসূলও তাঁদের সাথে যোগ দিতেন:

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ। আনসার ও মুহাজিরদের তুমি বরকত দাও।"

মুসলিমদের মাঝে অনেকে এমন ছিল যে তারা বাইরে মুসলিম বলে পরিচয় দিলেও মনের ভিতরে ও কাজে কর্মে ইসলাম বিরোধী ছিল। তারা প্রায়ই কাজে ফাঁকি দিয়ে চলে যেত। এই মুনাফিকদের সম্পর্কে জানা থাকলেও অন্যেরা চুপ করে থাকতেন, যাতে সকলের ভিতরের একতা নষ্ট না হয়।

এক সময় পরিখা খোঁড়া শেষ হলো। আবু সুফিয়ানও তার সেনাবাহিনী নিয়ে চলে এলো। পরিখার সামনে তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নবীর লোকজন পরিকল্পনা মত যথাস্থানে আশ্রয় নিলেন। তীরন্দাজরা পরিখার পেছনের মাটির আড়ালে অবস্থান নিলেন। আবু সুফিয়ান আক্রমণের আদেশ দিল। পরিখার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এক ঝাঁক তীর এসে পড়লো তার সামনে। সে পিছু হটল। দেখল, পরিখা লাফিয়ে পার হতে পারবে না ঘোড়া। আর পার হলেও মুসলিম যোদ্ধারা সাথে সাথে তীর ছুঁড়বে। সে থমকে গেল। পরিখার ওপাশে ছাউনী ফেলল যৌথ সেনাবাহিনী। প্রতিদিন সেনাদল নিয়ে আবু সুফিয়ান পরিখার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টহল দিত, যদি কোথাও মুসলিমদের প্রতিরক্ষার দুর্বলতার সুযোগে পার হয়ে আক্রমণ করা যায়, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা করে উঠতে পারল না।

সম্মুখ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা না দেখে মুশরিকরা অন্য ষড়যন্ত্র করলো। মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল ইহুদী গোত্র বনী কুরাইযার বসতি। তাদের সাথে মুসলিমদের মিত্রতা চুক্তি ছিল যে বাইরের শত্রু আক্রমণ করলে তারা মদীনাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করবে। তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত বোধ করায় মুসলিমরা যুদ্ধের সময় মেয়ে ও শিশুদের বনী কুরাইযার কাছাকাছি এলাকায় পাঠিয়ে দেন। সেদিকে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুশরিকরা ইহুদীদের চুক্তি ভঙ্গ করতে পরামর্শ দেয়, যাতে তারা পেছন থেকে মুসলিমদের আক্রমণ করে। মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

চিন্তিত হলেন, কারণ মুসলিম দলের ভিতরের মুনাফিকরা এ খবরে দলত্যাগ করতে পারে, ফলে মুসলিমদের মনোবল নষ্ট হবে। তাছাড়া এখন মদীনার সকল পুরুষই যুদ্ধক্ষেত্রে, শহরে শুধু নারী ও শিশুরা রয়েছে। ইহুদীরা পেছন থেকে অরক্ষিত মদীনাকে আক্রমণ করলে পরাজয় সুনিশ্চিত। এদিকে মুসলিম শিবিরে খাবারের অভাব, কষ্টের যেন আর শেষ নেই।

অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় ও সাহায্যে সব সমস্যারই সমাধান হলো। কুরাঈশ বাহিনীর ভিতরে মিত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। ইহুদীরাও শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো না, যদিও তারা মুসলিমদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করল। আর প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে খোলা জায়গায় অবস্থিত কুরাঈশ শিবির ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তাদের রসদ নষ্ট হয়ে গেল। মাঝে মাঝে পরিখার কোন কোন জায়গায় ছোটখাট যুদ্ধ হলেও এর কোন ফলাফল ছিল না। অধৈর্য্য হয়ে ও দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে আবু সুফিয়ান অবরোধ তুলে নিয়ে মক্কার দিকে ফিরে গেল।

ভোরে যখন শত্রু শূন্য প্রান্তর দেখা গেল, মুসলিম শিবিরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সকলে বলে উঠলো 'আল্লাহু আকবার'। তারপর ফজরের সালাতে দাঁড়ালো নবীর পিছনে।

"মহিমা তোমারই প্রভু, এবং প্রশংসা, তোমার নাম বরকতময় এবং তোমার মহিমা সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া দাসত্বের যোগ্য কেউ নেই...।"

শব্দার্থ

মুনাফিক: যারা মুখে দাবী করে যে তারা মুসলিম কিন্তু অন্তরে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তারা ঈমানের দাবী করলেও মূলত তাদের অন্তরে ঈমান নেই।

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন

একদিন রাসূল(সঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি কা'বায় তাওয়াফ করছেন। তিনি বুঝলেন আল্লাহ তাঁকে তাড়াতাড়িই মক্কায় হজ্জ করাবেন। সাহাবীদের কাছে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন, আর বললেন যে, ঐ বছরই তিনি ওমরা করবেন। তাঁর কথায় সকলেরই মনে প্রিয় মক্কার স্মৃতি যেন ভীড় করে এল। দীর্ঘ ছয়টি বছর তাঁরা মক্কা ছেড়ে আছেন, কত দুঃখ-কষ্ট ও যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তাঁদের জীবন কাটছে, তবু মক্কার কথা তাঁরা ভুলতে পারেন না।

তারপর একদিন ভোরে কাসওয়ার পিঠে চড়ে নবী চললেন মক্কার পথে, সাথে দেড় হাজার সাহাবী উটের পিঠে ইহরাম বাঁধা অবস্থায়, সাথে শুধু আত্মরক্ষার জন্য এক একটি অস্ত্র। কুরাঈশরা যখনি শুনলো মুহাম্মাদ আসছেন কা'বার দিকে মুসলিমদের সাথে নিয়ে, তারা তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরী হল, যদিও তাঁরা ছিলেন নিরস্ত্র। অথচ কা'বার রক্ষক হিসাবে আরবের কাউকেই তারা হজ্জ বা ওমরা পালনে বাধা দিতে পারে না।

মক্কা থেকে আট মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক জায়গায় মুসলিমরা থামলেন। কুরাঈশরা লোক পাঠালো তাঁদের আসার উদ্দেশ্য জানতে। নবী জানালেন যে তাঁরা শুধুমাত্র ওমরা করতে এসেছেন এবং তাঁরা

www.pathagar.com

শান্তি চান। তারপর তিনি ওসমানকে তাদের সাথে পাঠালেন তাদেরকে তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার জন্য।

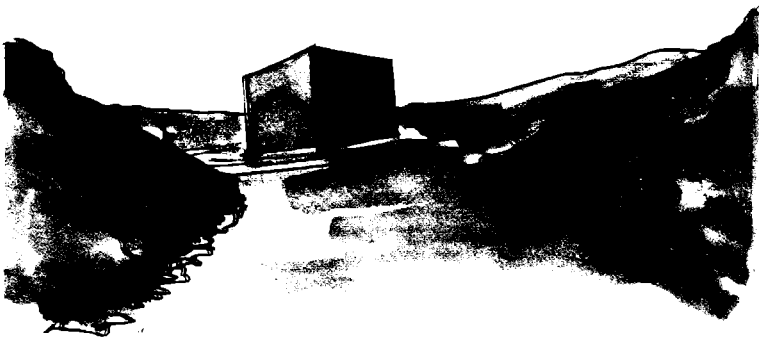

প্রত্যাবর্তন

ওসমানের ফেরার সময় পার হয়ে গেলেও তিনি ফিরলেন না। সকলে চিন্তিত হলেন, ভাবলেন হয়তো তারা তাঁকে মেরে ফেলেছে। মুহাম্মাদ (সঃ) সকলকে এক গাছের নীচে ডেকে জড়ো করলেন, তারপর সকলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে যদি তারা ওসমানকে হত্যা করে, তবে কুরাঈশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে এবং মুসলিমরা কেউ এই যুদ্ধে পিছু হটবে না।

এই শপথকে বলা হয় বাইয়াত আর্ রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির শপথ। কারণ এর পরপরই আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন যে বাইয়াত গ্রহণকারীদের উপর তিনি সন্তুষ্ট।

অবশেষে ওসমান ফিরে এলেন। কুরাঈশরা মুসলিমদের সাথে আলাপ করে সন্ধিচুক্তি করতে রাজী হলো, তবে তারা এ বছর কিছুতেই ওমরা করতে দেবে না, এবার মুসলিমদের ফিরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

চুক্তির শর্তগুলো এই ছিল—

১। দশ বছরের জন্য উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে ও শান্তিতে বাস করবে।
২। এ বছর মুসলিমরা ফিরে যাবে, তবে আগামী বছর তারা তিনদিনের জন্য কোষবদ্ধ তলোয়ার নিয়ে হজ্জ করতে পারবে।
৩। আরব গোত্রগুলো যে পক্ষের সাথে ইচ্ছা মিত্রতা করতে পারবে।
৪। কুরাঈশদের বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হামলা করা হবে না।
৫। যদি কোন কুরাঈশ সপক্ষের অসম্মতিতে মদীনা যায়, তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর কোন মুসলিম মদীনা থেকে মক্কায় চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

এই চুক্তি ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। আল্লাহর নির্দেশে নবীজী এই চুক্তিতে সম্মতি দিলেন। অবশ্য মুসলিমদের সেদিন মনে হয়েছিল যে এই চুক্তিতে কুরাঈশরাই সব সুবিধা আদায় করে নিয়েছে অথচ মুসলিমদের তেমন কোন লাভ হয়নি। তার ওপর সে বছর ওমরা করতে না পারার শোকও আচ্ছন্ন করল তাদেরকে।

কুরাঈশ পক্ষ থেকে চুক্তি করার জন্য ছিল সুহাইল বিন আমর। চুক্তিতে সই করার পরই আবু জান্দাল নামে তারই ছেলে যিনি নতুন মুসলিম হয়েছিলেন, কোনমতে মক্কা থেকে পালিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। মুসলিম হওয়ার অপরাধে তাঁকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তার বাবা বলল, মুহাম্মাদ(সঃ), তোমার সদিচ্ছার প্রমাণ দাও, তুমি চুক্তি ভঙ্গ করবে কিনা এখনি জানা যাবে। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

রাসূল(সঃ) কতক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর চুক্তি অনুযায়ী আবু জান্দালকে ফিরিয়ে দিলেন। তাঁকে বললেন, হে আবু জান্দাল, ধৈর্য

www.pathagar.com

ধর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য কোন না কোন পথ বের করে দেবেন।

চুক্তি হয়ে গেল। কিন্তু আবু জান্দালের ঘটনায় সকল মুসলিম মর্মাহত হলেন। এই চুক্তি করে মুসলিমদের কি লাভ হলো কেউ বুঝতে পারছেন না।

এ অবস্থায় রাসূল(সঃ) সকলকে বললেন ইহরাম খুলে মাথার চুল কামিয়ে সঙ্গে আনা কুরবানীর পশু জবেহ করতে। তিনবার বলার পরও কেউ নড়লেন না, সবার মাঝে কাজ করছিল চাপা দুঃখ ও ক্ষোভ। তখন নবী তাঁর তাঁবুতে স্ত্রী উম্মে সালামার কাছে গেলেন। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন কি করা যায়। উম্মে সালামা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি চুপচাপ আপনার কাজ করুন, দেখবেন সবাই আপনার অনুসরণ করবেন। তিনি তাই করলেন। তাঁর দেখাদেখি তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কেউ চুল কামাতে শুরু করলেন, কেউ উট জবেহ করতে লেগে গেলেন। এভাবে সেবছর কা'বা পর্যন্ত না গিয়েই তাঁরা মদীনায় ফিরে গেলেন।

যাওয়ার পথে নাযিল হলো সূরা ফাত্হ (কুর'আনের ৪৮ নং সূরা)। সেখানে আল্লাহ স্পষ্টই ঘোষণা দিলেন যে এই চুক্তি আসলে মুসলিমদেরই বিজয়ঃ

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি..."

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটিকে মুসলিমদের জন্য পরাজয় বলে মনে হলেও কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে কেন আল্লাহ পাক হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এই চুক্তির পথ ধরেই রচিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পথ। হুদায়বিয়ার চুক্তির পর মক্কা ও মদীনার মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজতা সৃষ্টি হল। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকায় মক্কা থেকে বহু মুশরিক মদীনা সফরে আসতে লাগল, সেখানে

www.pathagar.com

তারা ইসলামের ছায়াতলে সুশীতল এক শান্তিময় জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলো । এভাবে ইসলামের প্রতি মুগ্ধ হয়ে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল।

অল্প কিছুদিন পরই আরবের সমৃদ্ধ ইহুদী বসতি খায়বার বিজয় হলো।

সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর দেখা গেল, বহু স্থানীয় গোত্র ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, মুসলিমরা শক্তিশালী হচ্ছে ধীরে ধীরে। অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল, বাকীরা মুসলিমদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করল।

আবু জান্দাল একসময় আবার পালিয়ে এলেন মক্কা থেকে। তিনি মদীনা থেকে দূরে কুরাঈশদের বাণিজ্য পথের পাশে এক জায়গায় আশ্রয় নিলেন। পরে আরও কয়েকজন নও মুসলিম পালিয়ে এসে তাঁর সাথে যোগ দিলেন। তাঁরা কুরাঈশদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করে তাদের এতই ভীত করে তুললেন যে কুরাঈশরা মুসলিমদের অনুরোধ করল, তাঁদের যেন মদীনায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। নবী তাঁদের মদীনায় ডেকে নিলেন। এভাবেই আল্লাহ এসব নওমুসলিমদের জন্য কুরাঈশদের হাত থেকে বাঁচার পথ করে দিলেন।

এভাবে আরবে মোটামুটি একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সাহাবীরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ইসলাম প্রচার ও কুর'আন শিক্ষা দিতে লাগলেন। এরপর মুহাম্মাদ(সঃ) বাইরের শত্রুর দিকে নজর দিলেন। কাছাকাছি রাজ্যগুলোতে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত পাঠানো হলো, যাতে নবীর সীলমোহর আঁকা থাকত। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলাম ও তার নবীকে সত্য জেনেও ইসলাম গ্রহণ করার সাহস পেলেন না। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর রাজ্যে হিজরত করা মুসলিমরা শান্তিতে বাস করছিল। মিশরের রোমক গভর্ণর নবীকে বহু উপহার পাঠিয়েছিলেন। পারস্যের অধিপতি নবীর পত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। নবী শুনে বললেন, আমার

www.pathagar.com

পত্রের মত তার রাজ্যও আল্লাহ খণ্ড খণ্ড করে দেবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল এবং পরিশেষে পারস্য মুসলিমদের অধিকারেও এসেছিল।

কেটে গেল এক বছর। চুক্তি অনুযায়ী আবু সুফিয়ান মক্কার লোকদের নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেল, যাতে নবী ও অন্য মুসলিমরা ওমরা করতে পারেন।

সূর্যোদয়ের পরপরই তাঁরা উপস্থিত হলেন। দুই হাজার হাজী, সাদা ইহরাম পরা, নবী তাঁদের নেতৃত্বে।

পাহাড়ের উপর থেকে আরও অনেকের সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদ তাকিয়ে দেখছিলেন, মক্কা শহরের জনশূন্য রাস্তায় সাদা ঢেউয়ের মত মিছিল এগিয়ে আসছে, মক্কা উপত্যকায় ধ্বনিত হচ্ছে, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ..., আমরা হাজির, হে আল্লাহ আমরা হাজির!

নবী তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে কা'বার কালো পাথর স্পর্শ করলেন। তারপর সাতবার তাওয়াফ করলেন। সাফা ও মারওয়াতে বিবি হাজেরার স্মরণে সাতবার যাওয়া-আসা করলেন। তারপর অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার পর মাথা কামিয়ে উট জবাই করে ওমরা শেষ করলেন।

খালিদ দেখলেন, তাঁর ভিতরে নানা চিন্তা ঘুরতে থাকলো। এই খালিদ ছিলেন কুরাঈশ বাহিনীর এক বীর সেনাপতি।

তিনদিন মক্কায় বাস করে মুসলিমরা ফিরে গেলেন মদীনায়।

কিছুদিন পরই খালিদ মদীনায় গেলেন, ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে অংশ নিয়ে মস্তবড় বীর হিসাবে

www.pathagar.com

রাসূলের(সঃ) কাছ থেকে উপাধি পেলেন সাইফুল্লাহ, আল্লাহর তরবারী।

শব্দার্থ

তাওয়াফ: কাবা ঘরকে প্রদক্ষিণ করা।

ইহ্‌রাম:সবরকমের গুনাহ্ বর্জন করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সেলাইবিহীন দুটুকরো সাদা কাপড় পরে, শরীয়ত মতে সবরকমের পবিত্রতা অর্জন করে 'তালবিয়া' (অর্থাৎ "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক .....") পড়ে হজ্জ বা ওমরার জন্য তৈরী হওয়াকে ইহ্‌রাম বাঁধা বলে।

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়

চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার ফলে কুরাঈশ পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ হলো। কুরাঈশদের মিত্র এক গোত্র, মুসলিমদের মিত্র এক গোত্রের লোককে মক্কার পবিত্র মসজিদে থাকা অবস্থায় হত্যা করল, যেখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ। মক্কাবাসীরা এ কাজে তাদের মিত্রকে সাহায্য করল। তারা সাথে সাথে তাদের ভুল বুঝতে পারলো। আর বিপদ আঁচ করেও চিন্তিত হলো। কারণ মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি যেমন বেড়ে গেছে, তেমনি মুশরিকদের নিজেদের মাঝেও অনৈক্য দেখা দিয়েছে। ইতস্তত করে আবু সুফিয়ান নবীর সাথে দেখা করতে মদীনায় গেল। সেখানে নবী ও তাঁর সাহাবীরা তাকে উপেক্ষা করলেন, এতে করে চিন্তিত ও ভীত হয়ে সে মক্কা ফিরে গেল।

একই দিনে নবী মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। খবরটি খুব গোপন রাখা হলো।

দশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী এগিয়ে চললো মুহাম্মাদের(সঃ) নেতৃত্বে, অচেনা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে, অব্যবহৃত কঙ্করময় পথ বেয়ে। কেউ জানতেই পারলো না তাদের এই অভিযানের সংবাদ।

www.pathagar.com

যখন তাঁরা অর্ধেক দূরত্ব পার হয়েছেন, তাঁরা দেখলেন মক্কার দিক থেকে কেউ আসছে। কাছে আসতেই আব্বাসের পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আসসালামু আলাইকুম! আমি ও আমার পরিবার তোমার সাথে যোগ দিতে মক্কা ছেড়ে এসেছি।

রাসূল(সঃ) বললেনঃ চাচা, আপনিই হলেন মক্কা থেকে শেষ হিজরতকারী।

মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে রাত্রের জন্য সেনাবাহিনী থামলো। নবী নির্দেশ দিলেন দূরে দূরে ছড়িয়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে।

মশাল

পাহাড়ের উপর থেকে আবু সুফিয়ান দেখতে পেল সারা দিগন্ত জুড়ে পূব থেকে পশ্চিমে জ্বলছে হাজারখানেক আগুন। তার মন থমকে

www.pathagar.com

গেল, সে বুঝলো বিরাট এক সেনাবাহিনী আজ মক্কার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। সে মক্কাবাসীদের দুঃসংবাদ দিতে গেল।

আবু সুফিয়ান অন্ধকারে চললো নবীর ছাউনীর দিকে। অন্ধকারে হঠাৎ আব্বাসের মুখোমুখি হয়ে চিৎকার করে উঠলো। আব্বাস বললেন, যাক, ভাল হয়েছে আমার সাথে তোমার দেখা হয়ে। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ এই বিরাট বাহিনী, কোনভাবেই তুমি তাদের পরাজিত করতে পারবে না। তুমি এসেছ ভাল হলো, ভেবে দেখ কি করবে। আমার ভাতিজার তাঁবুতে চল আমার সাথে, বেশী দেরী হওয়ার আগেই।

তাঁর পিছনে খচ্চরে চড়ে বসল আবু সুফিয়ান। হঠাৎ অন্ধকারে ওমরের আওয়াজ শোনা গেল, কে যায়? আব্বাস বললেন, তোমার তলোয়ার সরাও ওমর, আর আমার ভাতিজার সাথে একে দেখা করার সুযোগ দাও। ওমর অত্যন্ত অনিচ্ছার সাথে তাকে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন দেখা হলে নবী বললেনঃ আবু সুফিয়ান, এখনও কি তোমার সত্য মেনে নেওয়ার সময় হয়নি?

আব্বাস বললেনঃ আবু সুফিয়ান, আর সময় নেই, যা করার এখনি কর।

আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তাড়াতাড়ি কর, মক্কার লোকজনকে বল, যে তোমার ঘরে আশ্রয় নেবে তার কোন ভয় নেই।

আবু সুফিয়ান তাড়াতাড়ি মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করলেনঃ হে কুরাঈশরা, মুহাম্মাদ(সঃ) এসে গেছে, সে এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছে যা জয়

www.pathagar.com

করা অসম্ভব। ঘরের দরজা যে বন্ধ রাখবে, বা যে আমার ঘরে কিংবা কা'বায় আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ।

মক্কাবাসীরা দেখল দক্ষিণে খালিদের বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী বেদুইন গোত্রদের নিয়ে, উত্তর থেকে আসছে আজ্‌দ গোত্রের সেনাবাহিনী, পশ্চিমে মদীনার আনসার সা'দের বাহিনী, পূর্বে উবায়দা পরিচালিত মুহাজির সেনাদল আর সবার পিছনে উটের পিঠে মুহাম্মাদ(সঃ)। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তাঁর মাথা প্রায় ঝুঁকে পড়েছে উটের পিঠে, মুখে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর চারপাশে আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী। দক্ষিণে ছোটখাট সংঘর্ষ ছাড়া মুহাম্মাদের(সঃ) বাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করল।

প্রথমেই মুহাম্মাদ(সঃ) আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন যিনি তাঁকে মূর্তিপূজারীদের উপর বিজয় দিয়েছেন। তাঁর জায়গা থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর বাহিনী শহর দখল করতে এগিয়ে আসছে। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার নিচেই মক্কার পথ, আবু তালিবের বাড়ি - যেখানে তাঁর শৈশব কেটেছে, খাদিজার বাড়ি যা তাঁর নিজেরই বাড়ি ছিল, আবু বকরের বাসগৃহ—যেখান থেকে তিনি তাঁর মদীনার যাত্রা শুরু করেছিলেন, এবং পবিত্র কা'বা—কত দিন রাত তাঁর কেটেছে ঐ কা'বার চারপাশে, জমজমের গল্প শুনে, চিন্তা ভাবনা করে। এখানেই রয়েছে খাদিজার কবর, ইসলামের জন্য যিনি তাঁর ধনসম্পদ, শক্তি সব ব্যয় করেছেন।

তিনি কা'বায় ঢুকলেন, তাওয়াফ করলেন। তারপর চাবি নিয়ে কা'বার দরজা খুললেন। একে একে হাতের ছড়ি দিয়ে সব মূর্তিকে ভাঙলেন। সেই সাথে উচ্চারণ করলেন কুর'আনের বাণী:

"সত্য এসে গেছে, মিথ্যা নির্মূল হয়েছে। নিঃসন্দেহে মিথ্যা নির্মূল হবারই বিষয়।"

www.pathagar.com

ভেঙ্গে থাকা মূর্তি

একজন ঘোষক ঘোষণা করল, যে কেউ আল্লাহ ও বিচার দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন কোন মূর্তি অক্ষত না রাখে।

সব ঘর, জানালা, দরজা থেকে সব মূর্তি অপসৃত হলো।

সালাতের সময় হলো। নবী বেলালকে বললেন আযান দিতে। বেলাল কা'বার ছাদে উঠলেন, আযান শুরু করলেন,

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদুআন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আশহাদুআন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ...

কা'বায় সমবেত লোকজনের দিকে তাকিয়ে রাসূল(সঃ) বললেন, এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাজিত করেছেন। তিনি

www.pathagar.com

জাহেলিয়াতের গর্ব, অহঙ্কার, বংশ-গৌরব ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছেন! কারণ মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে তৈরী। এক মানুষের উপর অন্য মানুষের কোন মর্যাদা নেই। মর্যাদা তারই, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে।

রাসূল(সঃ) তাকিয়ে দেখলেন জনতার দিকে, তাদের মাঝে তারাও রয়েছে যারা ছিল ইসলামের চরম শত্রু; যারা মুসলিমদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে। আজ সে সবকিছুর প্রতিশোধ নেওয়ার দিন এসেছে।

তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, আমি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করব?

তারা বলে উঠল, আপনি ক্ষমাশীল ভাই, দয়ালু ভ্রাতুষ্পুত্র।

মুহাম্মাদ(সঃ) ঘোষণা দিলেনঃ আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, যাও, তোমরা মুক্ত।

এমনিভাবে মানবজাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে রচিত হল ক্ষমা ও সম্প্রীতির অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

শব্দার্থ

জাহেলিয়াতঃ নবী (সঃ)-এঁর নবুয়তের আগে আরবে বিরাজমান আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীন সংক্রান্ত অজ্ঞতা ।

www.pathagar.com

বিদায় হজ্জ

মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় ঘটে। আরবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কুর'আনের শিক্ষা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এক আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়ে আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করে ও নিজের জীবনকে তৈরী করে নেয়।

আরও দু'বছর পর দশম হিজরীতে নবী(সঃ) মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তার কিছু আগে তিনি মক্কায় হজ্জ করেন। সেখানে তিনি বলেন, "আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি দু'টি জিনিস। আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ। তোমরা যদি তা ধরে রাখ, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। হে রব, আমি আমার কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং আমার কাজ সমাপ্ত করেছি। হে রব, তুমি সাক্ষী থেকো।"

আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন:

"আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আর আমার নিয়ামতরাজির পরিপূর্ণতা দান করলাম।"(সূরা মায়িদা, ৫:৩)

www.pathagar.com

হোমায়রা বানু

লেখিকা পরিচিতি: চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার আগে, ২০০১ সন পর্যন্ত, হোমায়রা বানু সরকারী কলেজের গণিতের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত, প্রখ্যাত তুর্কী ইসলামী চিন্তাবিদ হারুন ইয়াহিয়ার প্রথম বই "কুর'আনে নৈতিক মূল্যবোধ" অনুবাদ করেন তিনি। বর্তমানে তিনি দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন দাওয়াতী কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে, গৃহবধূ হিসেবে জীবন যাপন করছেন ঢাকা শহরে।

সরণী কিশোর সিরিজ-এর অন্যান্য বই:

- আল্লাহর পরিচয়
- কুরআন-এর সাথে পরিচয়
- হাদীস-এর মণিমুক্তা

সরণী প্রকাশনী